৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ৫ শ্রাবণ – ১১ শ্রাবণ, ১৪৩০ ঃ ২২ জুলাই – ২৮ জুলাই, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 40, 22 July - 28 July, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান

মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফল উক্ষেপন হল সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরী চন্দ্রযান-৩ এর। লক্ষ্য নতুন গ্রহে প্রাণের সন্ধান। চন্দ্র অভিযানে চতুর্থ দেশ হল ভারত।

রবিবার : করমন্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনও টাটকা। এবার

চালকদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে নিউ গড়িয়া ও নোয়াপাড়া কারশেডে কর্মশালা করল মেট্রোরেল। পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিশ্রাম, যোগব্যায়াম ও ধ্যান করার জন্য।

সোমবার : প্রধান সচিবের পর এবার প্রেস সচিবকেও সরিয়ে দিল

রাজভবন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের রিপোর্ট নিয়ে ঘুরে আসার পরেই সরে যান তিনি। সূত্রের খবর রাজ্যপালের কথামতো কাজ না করাতেই সরতে হল তাঁকে।

মঙ্গলবার : কোনো চিকিৎসা না থাকায় স্নায়ুর দুরারোগ্য অসুখ মোটর

নিউরন ডিজিজে মারা গিয়েছেন চিকিৎসক সুব্রত গোস্বামী। এটাই বঙ্গের চিকিৎসকদের এই রোগ নিয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করল। গবেষণায় আর্থিক অনুদান দেবে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর।

বুধবার : কলকাতার গঙ্গাতীরে জীববৈচিত্র পার্ক তৈরির জন্য

কলকাতা পুরসভাকে নির্দেশ দিয়েছিল পরিবেশ আদালত। কিন্তু জমির ব্যবস্থা না করেই বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে প্রকল্প রূপায়নে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিল কেএমসি।

বৃহস্পতিবার : নতুন প্রেস রেজিস্ট্রেশন আইন ২০২৩

অনুমোদন পেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার। বলা হচ্ছে এই নতুন আইনে খুব সহজে অনলাইনে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের জন্য আবেদন করা যাবে।

শুক্রবার : নৃশংস হত্যা ও নারী নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ হওয়ার

পর অবশেষে মণিপুর দাঙ্গা নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মণিপুর নিয়ে উত্তাল হতে চলেছে বাদল অধিবেশনও।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাঙালির ভোট আতঙ্কের মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন ভোট বাজার খোলার প্রস্তুতি

ওঙ্কার মিত্র

এখনও গণধর্ষণের জ্বালায় ছটফট করছে গণতন্ত্রটা। কোথাও ডাক্তার বদ্যি না পেয়ে ভয়ে ঢুকে পড়েছে বিচারকদের আশ্রয়ে। যদি সেখানে কোনো ওষুধ পত্তর মেলে সেই আশায়। কিন্তু তাতেও কমেনি ধর্ষকদের আস্ফালন। ক্ষমতা তাদের পেতেই হবে। এক বিচারক তো আক্ষেপ করে বলেই ফেলেছেন ক্ষমতা আসলে জনসেবা নয়, পাঁচ বছরের চাকরি। অবশ্য তাঁদেরও সংবিধানের গণ্ডী আছে, শেষ পর্যন্ত কতটা মলম, মিক্সচার জোগাতে পারবেন তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

এ জগত বড় বিচিত্র। এখানে জনগণের সেবার নামে সরকারি ক্ষমতার চাকের মধু খাওয়ার লোকের অভাব নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। অথচ এই মিথ্যা জগতেই ব্রহ্ম বা অহং-এর কুৎসিত দাপাদাপি। এরাই এখানে ভয়ঙ্কর সত্য। আর সেই দাপাদাপির মঞ্চ যদি গণতন্ত্র হয় তবে তো কথাই নেই। সেখানে হানাহানি, হত্যা সব চলে।

একেই বলে রাজনীতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে ঘটনা যাই ঘটুক রাজনীতিতে থেমে যাওয়া বলে কিছু নেই। এগিয়ে চলাই একমাত্র মন্ত্র।

এই মন্ত্রেই ধর্ষিত গণতন্ত্রকে বাংলায় ফেলে রেখে ফের নতুন করে দোকান খোলার তোড়জোড় শুরু করেছে এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলি। লাইসেন্সটা পেলেই শুরু হবে প্রকল্পের মুখোশ দিয়ে দোকান সাজাবার কাজ। সব ভুলে ভারতবাসী ফের ছুটবে নতুন পসরার হাতছানিতে। এই আশা নিয়েই এতদিন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, একে অপরকে কটূক্তি করা দলগুলো একজোট হতে মরিয়া। কর্পোরেট স্টাইলে গ্রুপ অফ কোম্পানিজ হিসাবে যদি পসরার সংখ্যা বাড়িয়ে মানুষের ভেঙে পড়া মন পাওয়া যায় তাহলে আটকায় কে। আর গুঁতোগুতি করে একবার কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকে পড়লে কেল্লাফতে। কয়েক পুরুষের রেস্তো জোগাড় নিশ্চিত।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাঙলায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প 'খেলা হবে' : মমতা

কুণাল মালিক

৩০ তম শহিদ দিবস ২১ জুলাইয়ে মানুষের উপস্থিতি এবং উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। শহিদ স্মরণের দিনটি কার্যতঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের 'সেলিব্রেশন' দিবস হিসাবে পালিত হল। ২১এর মঞ্চ থেকে বাংলা পেতে চলেছে নতুন এক প্রকল্প– 'খেলা হবে'। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী বলেন, কেন্দ্র সরকার গরিব মানুষদের ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা ৭ হাজার কোটি টাকা পাই। আগে এই প্রকল্পে আমরা প্রথম হতাম। টাকা না দেওয়া সত্ত্বেয় বছরে আমরা ২৬ দিনের কাজ দিয়েছি। এবার বাংলায় টাকায় এই প্রকল্প চলবে। বছরে ৪০-৫০ দিন কাজ দেওয়া হবে। নতুন প্রকল্পের নাম হবে 'খেলা হবে'।

তিনি আরো বলেন ১০ বছরে আমরা ২৬ শতংশ দারিদ্র কমিয়েছি। কর্ম সংস্থান বাড়িয়েছি। ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে বলেন, 'ইন্ডিয়া জিতেগা– মোদী হারেগা'। যদিও এদিন তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে যতটা গর্জে ওঠেন, কংগ্রেস কিংবা সিপিএমের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি। শুধু বলেন ২০০৩ সালে বুদ্ধবাবুর আমলে পঞ্চায়েত ভোটে ৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৮ সালে ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০২৩ সালে তাঁর মতে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। তারমধ্যে তৃণমূলের মারা গেছে ১৮ জন। মণিপুর নিয়েও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বলা ভালো মোদীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন শীঘ্রই ইন্ডিয়া জোটের মুখ্যমন্ত্রীরা মণিপুরে যাবেন। নতুন কর্মসূচি তেমন কিছু নেই। মমতার বক্তব্যের আগে অভিষেক ব্যানার্জী দুটো কর্মসূচির কথা বলেন। ৫ আগস্ট রাজ্য জুড়ে বিজেপির নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করার নির্দেশ দেন অভিষেক। আর গান্ধীর জন্মদিন ২ অক্টোবর একশ দিনের কাজের টাকার দাবীতে দিল্লি চলোর ডাক দেন।

যদিও তৃণমূল সুপ্রিমো তাঁর বক্তব্যে বলেন, ৫ আগস্ট বাড়ি ঘেরাও না করে, ব্লক ভিত্তিক ঘেরাওর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয়ত দিল্লি চলো অভিযানের ক্ষেত্রে মমতা বলেন, যেখানে আটকে দেবে, সেখানে বসেই আন্দোলন হবে। তৃণমূল সুপ্রিমো এবং সেকেন্ড ইন চিফের বক্তব্যে অনেক কর্মী সমর্থকও বিভ্রান্ত। তবে এদিনের ২১ জুলাইয়ের মেগা মঞ্চে ইন্ডিয়া জোটের কোনো শীর্ষ নেতা নেত্রীকে দেখা যায়নি। বলা ভালো এবারের শহিদ দিবসে নতুন কোনো চমক ছিলনা।

ছবি : অরুণ লোধ

অভিষেক গড়ে শুভেন্দুর হুঙ্কার

অরিজিৎ মণ্ডল

ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় শুক্রবার দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার দেয়ারকে আহত বিজেপি কর্মীদের সাথে দেখা করতে এলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করার ডাক দিচ্ছে ঠিক অন্যদিকে তখনই ভোট পরবর্তী হিংসায় দলীয় কর্মীদের সাথে দেখা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি দলীয় কর্মীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। মূলত পুলিশের সামনে মারধর থেকে শুরু করে ভোট পরবর্তী বিজেপি কর্মীদেরকে লক্ষ্য করে মিথ্যে মামলা বাড়ি ভাঙচুর মারধর করা থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ জানায় বিজেপি কর্মীরা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কর্মীদেরকে আশ্বস্ত করেন আগামী দিনে কোন হেনস্থার শিকার হতে হবে না পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু তৃণমূল যুবনেতার নামও তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানায় এবং এদের বিরুদ্ধে আগামী দিনে কোর্টে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। অন্যদিকে ডেপুটেশন দিতে এসেই পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতে জোরালো বিজেপি কর্মীরা

এরপর পাঁচের পাতায়

এনডিএ বনাম ইন্ডিয়া, বঙ্গে কাদের লাভ?

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের পর এবার লোকসভা নির্বাচন নিয়ে দেশ জুড়ে রাজনীতি মহলে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। দিল্লির এনডিএ (ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক অ্যালায়েন্স) জোট বলা ভালো নরেন্দ্র মোদী সরকারকে উৎখাত করতে ২৬টি দলের ইন্ডিয়া (ইন্ডিয়া ন্যাশানাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স) জোট হয়েছে। প্রথমে পাটনায় মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের ডাকে এই জোটের সলতে পাকানো হয়। পরে সোনিয়া গান্ধীর ডাকে বেঙ্গলুরুতে দুদিনের চা চক্রের আসর বসে। কংগ্রেস-সিপিএম-তৃণমূল-আম আদমি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, জনতা দল ইউনাইটেড সহ মোট ২৬টি দলের শীর্ষ নেতারা জমায়েত হন। রাজ্যে কংগ্রেস-সিপিএম শাসক তৃণমূল দলের কাছে হেনস্তা অপমানিত হলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যেমন সোনিয়া-রাহুল, মমতা, সীতারাম ইয়েচুরিদের পাশাপাশি বসে আলাপ আলোচনা করার ছবি দেখে অনেকে অবাক এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ়। বঙ্গে সবচেয়ে ফ্যাসাদে পড়েছে কংগ্রেস এবং সিপিএমের নেতারা। আর এই ঘটনায় মুচকি মুচকি হাসছে বিজেপির নেতারা। সূত্রের খবর, জোটের শুরুতেই চোট। বেঙ্গালুরুতে নাকি সভা শেষের আগেই গোঁসা করে চলে গেছেন নীতিশ কুমার। তিনি নাকি রাহুল-সোনিয়ার IN-DIA জোটের নামকরণ পছন্দ করেননি। তার ওপর নীতিশ কুমার চিরদিনই ক্ষমতার শীর্ষে থাকার স্বপ্ন দেখেন। কখনো বিজেপির সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী আবার কখনো রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন তো তাঁরও আছে। লালুপ্রসাদ যাদব ও পুত্র তেজস্বীরাও গোঁসা করে আগেই চলে গেছেন। গুরুত্ব না পেয়ে। কেজরীওয়ালের দল দুটো রাজ্যে ক্ষমতায়। তিনিও তো ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রীর দাবীদার হতেই পারেন। কিন্তু তাকে তো কংগ্রেস গুরুত্ব দিচ্ছে না। কারণ পঞ্জাবে কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছে আম আদমী দল। তাই কেজরীওয়ালেরও নাকি মন ভালো নেই। মমতা ব্যানার্জী কদিন আগেও কংগ্রেসকে পচা ডোবা বলতেন, কিন্তু বেঙ্গালুরুতে রাহুলের নাম বলতে গিয়ে বললেন, 'আওয়ার অল ফেভারিট' রাহুল গান্ধী। হঠাৎ এতো গদগদ ভাব কেন? তাহলে মমতা কি চাইছেন তাঁকেই রাহুল কিংবা সোনিয়া ইন্ডিয়া জোটের প্রধান মন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরুক। তাহলে রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো নামে যে এত বড় কর্মসূচি করলেন, তার কি কোন মূল্য নেই। তিনিও তো প্রধনমন্ত্রী পদের দাবিদার হতেই পারেন। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যত ঘেঁটে না 'ঘ' হয়ে যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

জমছে আবর্জনার পাহাড়, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ

বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

সুব্রত মন্ডল

বারুইপুর হাসপাতালে গেটের পাশ দিয়ে ঢুকলেই দেখা যাবে কালো প্যাকেটে ভরা আবর্জনার পাহাড়ের স্তূপ। সেই নোংরা আবর্জনা থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। নাজেহাল আশেপাশের প্রতিবেশী থেকে শুরু করে রোগীর পরিজনরা। সেই নোংরা প্লাস্টিক গুলি মুখে করে রাস্তায় টেনে নিয়ে আসছে কুকুরের দল। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে নোংরা। দুর্গন্ধ এতটাই যে বাসিন্দারা ঘরে জানালা খুলতে পারছেন না। চলতে ফিরতে এই দৃশ্যই দেখা যায় বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে। অভিযোগ, বারুইপুর পুরসভা কে বিষয়টি জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এই প্রসঙ্গে হাসপাতালে সুপার ডক্টর ধীরাজ রায় বলেন, পুরসভাকে জানিয়েছি। আবর্জনার গাড়ি নিয়ে তাদের কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে দ্রুত পরিষ্কারের আশ্বাস দিয়েছে পুরসভা। অন্যদিকে বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান, শক্তি রায় চৌধুরী হাসপাতালের উপরেই এই দায়ভার চাপিয়েছেন। তিনি বলেন এই আবর্জনা সরানোর দায় হাসপাতালেরই। বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঢোকার মুখে কমন কালেকশন সাইটের সামনে পড়ে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ।

এরপর পাঁচের পাতায়

কৃষকের ছদ্মবেশে কার্তুজ পাচারের চেষ্টা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁয় পেট্রাপোল থানার অন্তর্গত জয়ন্তী পুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দুজন চোরা পাচারকারীকে ৪১টি

কার্তুজ পাচার করার সময় আটক করে বিএসএফ। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পেট্রাপোল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত দুই পাচারকারীর নাম গিয়াসুদ্দিন মণ্ডল এবং মহম্মদ নাজির হোসেন মোল্লা। জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীরা জানতে পারেন ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জিরোপয়েন্ট এলাকায় আরও কার্তুজ লুকিয়ে রাখা আছে। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতদ্বয় আরও জানায় যে তারা কৃষকের ছদ্মবেশে বিএসএফের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বাঁকুড়ায় শুরু হল দারিদ্র দূরীকরণ ও পরিবেশ বাঁচাও কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নামেই মডেল ষ্টেশন। বিশ্বের বৃহত্তম বগত ১৬ জুলাই বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের অন্তর্গত শুশুনিয়ার বাগডিহা গ্রামে মাহালিপাড়ায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের দারিদ্র দূরীকরণ ও পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি শুরু করল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। সমিতির আর্থিক সহায়তায় ২৫টি মাহালি পরিবারের প্রত্যেকটি বাড়িতে তৈরী হবে একটি করে পুষ্টি বাগান যেখানে লাগানো হবে পুষ্টিকর সবজি চারা। এছাড়াও প্রত্যেকটি বাড়ির চৌহোদ্দি জুড়ে হবে বৃক্ষরোপন। একমাস ধরে চলবে এই কর্মসূচি। সমগ্র কর্মসূচিটির নেতৃত্ব দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ কলেজ অব ইন্ডিয়ান আর্ট।

মাহালি পরিবারের আদিবাসী নারী পুরুষদের দিয়ে পুষ্টিবাগান পরিচর্যা করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। মাহালি পরিবারের শিশুদের মধ্যে এদিন পুষ্টিকর পানীয় বিতরণ করে সমিতি।একই সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গ তপশিলি আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর কল্যাণ ও উন্নয়ন বিত্ত নিগম এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট-এর যৌথ উদ্যোগে শুরু হয় ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান তৈরির কাজ।মাহালি পরিবারের মহিলা ও পুরুষরা মিলে হাতে কলমে শেখেন নিজেদের গ্রামের সহভাগী উন্নয়ন পরিকল্পনা কিভাবে তৈরী করতে হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

খুন হওয়ার আশঙ্কায় ফুটপাথে বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ণশশী মন্ডল, বয়স ৮০। শরীর শক্তপোক্ত থাকায় সচল। প্রাণের ভয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে বসবাস করছেন ক্যানিং ষ্টেশনের ফুটপাথে। একাধিকবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। কোন লাভ হয়নি। একদিন দুদিন করে ষ্টেশনের ফুটপাথে প্রায় এক বছর কাটিয়ে দিয়েছেন পূর্ণশশী।

বিবরণে জানা গিয়েছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত নারায়ণতলা ২ নম্বর সোনাখালির বাসিন্দা পূর্ণশশী মন্ডল। প্রতিবেশীদের সাথে ৩৩ শতক জমি নিয়ে বিবাদ বাধে প্রতিবেশী খগেন সরদার, অতনু মন্ডল, ভেকু মন্ডল, দেবাশীষ মন্ডল, কৃষ্ণ বিশ্বাস, বাপি ঘরামীদের সাথে। ২০২০ সালের ৩০ অক্টোবর বাসন্তী থানায় জিডি করেন বৃদ্ধ পূর্ণশশী। (জিডি নং –

(১৪০৬)। পরের বছর ১ জানুয়ারী ও ২০২২ সালের ৬ এপ্রিল বাসন্তী থানায় আরও দুটি জিডি করেন। যার নম্বর ৫৭২ ও ৩১০।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

সাদা বাঘিনী কিকা জন্ম দিল শাবকের

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : সম্প্রতি শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে নতুন অতিথির আগমণ ঘটল। সাদা বাঘিনী কিকা জন্ম দিল ২ শাবকের। বেঙ্গল সাফারি পার্কে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১। সংশ্লিষ্ট পার্ক সূত্রে জানানো হয়েছে, গত সপ্তাহে ১২ জুলাই সাদা বাঘিনী কিকা, দুটি শাবকের জন্ম দেয়। যার মধ্যে একটি শাবক মৃত, অপরটি সুস্থ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বেঙ্গল সাফারি পার্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মা ও শাবককে ২৪ ঘণ্টা বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে নতুন সদস্যের আগমনে খুশির হাওয়া সাফারি পার্কে। একদিকে এই শাবককে দেখতে পার্কে যেমন ভিড় জমছে। অন্যদিকে, নতুন অতিথিকে পেয়ে সাফারি পার্কের কর্মচারিরাও খুশি। এক কর্মচারি বলেন, আমরা সবসময় মা ও শিশুকে নজর রাখছি যাতে তাদের কেউ অসুস্থ না হয়ে পড়ে। কারণ এই গরমে তাদের কষ্ট আরো বাড়তে পারে।

রোদ ঝলমলে দিন, শহর থেকে দেখা মিলল পাহাড়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : লাগাতার বেশ কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাতের শহরের মানুষের অস্বস্তি বাড়ে। বিগত কিছুদিন ধরে উত্তরের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। পাহাড় থেকে সমতল সব জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের খবর মিলেছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ অন্যান্য জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে জল জমার খবর পাওয়া গিয়েছে। শিলিগুড়ির নিচু এলাকাগুলিতে বৃষ্টিপাতের কারণে জল জমে। রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে যান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। কার্যত ঘরবন্দি অবস্থায় কাটাতে হয় তাদের। অবশেষে মিলল স্বস্তি, বেশ কয়েকদিন বৃষ্টিপাতের পর রোদের দেখা মিলেছে শহরে। রোদে ঝলমলে আকাশ দেখে খুশি শহরবাসী। এদিন আকাশ পরিষ্কার থাকার কারণে শহর থেকেই দেখতে পাওয়া গেছে পাহাড়ের ছবি। খুশি শহর ও

পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার বিকেলেও মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়েছে শিলিগুড়িতে। তবে সকাল থেকেই ছিল আকাশ পরিষ্কার রোদ ঝলমলে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি গাছ একটি প্রাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : গত রবিবার শিলিগুড়ি পুরানিগম অন্তর্গত ৩ নং ওয়ার্ডে এক বৃক্ষরোপন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এছাড়াও ছিলেন অন্যান্য কাউন্সিলার এবং এমএমআইসিরা। উপস্থিত ছিলেন এলাকার স্থানীয় মানুষ।

দক্ষিণ–পশ্চিম রেলে ৯০৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ–পশ্চিম রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ৯০৪ জন লোক নেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হয়ে এইসব ট্রেডে। ফিটার, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কার্পেন্টার, পেইন্টার, মেশিনিস্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট। করা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

ওপরের ওইসব ট্রেডে আই টি আই কোর্স পাশ হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২–৮–২০২৩'এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি'রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যাথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডেই ১ বছরের। কোন ডিভিশনে ক'টি শূন্যপদ।

হুববালি ডিভিশনে ২৩৭টি। এর মধ্যে ফিটার ১০১। ওয়েল্ডার ৫টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৭৬টি। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক ১৬টি। প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ৩৯টি। হুববালি ক্যারেজ রিপেয়ার ওয়ার্কশপে ২১৭টি। এর মধ্যে ফিটার ৯৭টি। ওয়েল্ডার ৩২টি। মেশিনিস্ট ৮টি। টার্নার ৯টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২৯টি। কার্পেন্টার ১১টি। পেইন্টার ১৫টি। প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ১৬টি।

বেঙ্গালুরু ডিভিশনে : ২৩০টি। এর মধ্যে ফিটার ৩৭টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৭টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৭৯টি। ফিটার ৬৭টি। প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ১০টি। ওয়েল্ডার ১০টি। ফিটার ১০টি।

মাইশুরু ডিভিশনে ১৭৭টি। এর মধ্যে ফিটার ৬০। ওয়েল্ডার ২টি। প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ৭০টি।

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং । তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং SWR/RRC/Act Appr/01/2023. Dated 03–07–2023.

মাধ্যমিক পাওয়া নম্বর দেখে ও আই টি আই কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতম পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্য পদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকেই ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২ আগস্ট পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে www.rrchubli.in এজন্য বৈধ একটি ইমেল আই ডি থাকতে হবে। এজন্য এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, ই ডব্লুএস সার্টিফিকেট। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফি লাগবে না। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কাজের খবর

এন. সি. সি. পাশদের জন্য সেনাবাহিনীতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় সেনাবাহিনী এন সি সি পাশ করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে শর্ট সার্ভিস কমিশনে এন সি সি স্পেশাল এন্ট্রি স্কিমে ৫৪তম কোর্সে ৫৫ জন অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারবেন। ডিগ্রি কোর্সের তৃতীয় বর্ষের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় প্রথম ২ বছরে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। এন সি সি'র সিনিয়র ডিভিশনে অন্তত ২ বছর থাকার পর 'সি' সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অন্তত 'বি' গ্রেড থাকা দরকার।

বয়স হতে হবে ১–১–২০২৪'এর হিসাবে ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ২–১–১৯১৯ থেকে ১–১–২০০৫'এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় ওজন বয়সের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আর মেয়েদের বেলায় ৪২ কেজি। দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮ আর মায়োপিয়া '–৩.৫০' ৫ কম। শুরুতে ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে চেন্নাইয়ের অফিসার্স ট্রেনিং আকাডেমিতে। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। করডেট ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ৫৬,১০০ টাকা। সফল হবে লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি। তখন ৬ মাস প্রবেশনে থাকতে হবে। মোট ১০ বছরের চাকরি। যা আরো ৪ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। মূল মাইনে : ৫৬,১০০ – ১,৭৭,৫০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫৫টি। যুদ্ধে আহত পবিরের ছেলেমেয়েদের জন্য যথারীতি সীট সংরক্ষিত।

দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের গ্রুপ টেস্ট, ইন্টারভিউ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের 'কল লেটার' পাঠতে হবে। ৫ দিনের পরীক্ষা হবে এলাহাবাদ, ভোপাল, বেঙ্গালউরু, কাপুরজেলায়। সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.joindia–nary.nic.in প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন (১) এখনকার তোলা গেজেটেড অফিসারের প্রত্যায়িত করা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), (২) ডিগ্রি কোর্স পাশের মার্কশিটের প্রত্যায়িত নকল, (৩) এন সি সি 'র 'সি' সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল, (৪) মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

এইট, মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশদের জন্য ডকে ৪৬৬ অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা ম্যাজাগন ডক লিমটেড 'মাধ্যমিক পাশ অ্যাপ্রেন্টিস', 'ক্লাস এইট পাশ অ্যাপ্রেন্টিস' ও 'আই টি আই, অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ৪৬৬ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (মাধ্যমিক পাশদের জন্য) : নেওয়া হবে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, স্ট্রাকচারাল ফিটার, পাইপ ফিটার, ড্রাফসম্যান (মেকা)। অঙ্ক ও জেনারেল সায়েন্স বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৩' এর হিসাবে ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। ২ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড প্রথম বছর ৩ মাসে ৩,০০০ টাকা, পরের ৯ মাস ৬,০০০ টাকা। আর দ্বিতীয় বছর মাসে ৬,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : স্ট্রাকচারাল ফিটার ৪৫টি (জেনাঃ ২০, ও বি সি ১৩, ই ডব্লু এস ৪, তঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ৩)। পাইপ ফিটার ২৬টি (জেনাঃ ১৩, ও বি সি ৭, ই ডব্লু এস ৪, তঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩১ টি (জেনাঃ ১৪, ও বি সি ৯, ই ডব্লু এস ৩, তঃ জাঃ ২)। ফিটার ৬৬টি (জেনা ২৯, ও বি সি ১৯, ই ডব্লু এস ৬, তঃ জাঃ ৮, তঃ উঃ জাঃ ৪)। ড্রাফটম্যান (মেকা) ২০টি (জেনাঃ ১০, ও বি সি ৬, ই ডব্লু এস ১, তঃ উঃ জাঃ ১)।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (আই টি আই) পাশদের জন্য : নেওয়া হবে স্ট্রাকচারাল ফিটার, আই সি টি এম, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, পাইপ ফিটার, কার্পেন্টার, কম্পিউটার অপারেটা অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং।

আই টি আই থেকে স্ট্রাকচারাল ফিটার আই সি টি এস এম, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, পাইপ ফিটার কম্পিউটার অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, কার্পেন্টার, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৩ এর হিসাবে ১৬ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড ৭,৭০০ টাকা ও ৮,০৫০ টাকা। শূন্যপদ : স্ট্রাকচারাল ফিটার ৫০টি, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ৩০টি। কার্পেন্টার ৩০টি। আই সি টি এস এম ২০টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২৫টি। ওয়েল্ডার ২৫টি। সিওপিএ ১৫টি। আরএসি ১০টি।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এইট পাশদের জন্য) : নেওয়া হবে রিগার, ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই)। অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে ক্লাস এইট পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৩'এর হিসাবে ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। রিগার ট্রেড ২ বছরের আর ওয়েল্ডার ট্রেড ১ বছর ৩ মাসের। স্টাইপেণ্ড প্রথম বছর ৩ মাসে ২,৫০০ টাকা, পরের ৯ মাস মাসে ৫,০০০ টাকা। আর দ্বিতীয় বছর মাসে ৫,৫০০ টাকা। শূন্যপদ রিগার ট্রেডে ২৩টি। ওয়েল্ডার ৩০টি।

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে আগস্টে, মুম্বই, নাগপুর, পুনে, নাসিক, কোলাপুর, থানে ঔরঙ্গাবাদে। মাধ্যমিক ও ক্লাস এইট পাশদের বেলায় ১০০ নম্বরের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (ক) ইংরিজি ও জিকে ২৫ নম্বর (খ) ফিজিক্স ২৫ নম্বর (গ) কেমিস্ট্রি ২৫ নম্বর (ঘ) অঙ্ক ২৫ নম্বর। আই টি আই পাশদের বেলায় ১০০ নম্বরের প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : (ক) ইংরিজি ও জি কে ২৫ নম্বর, (খ) ট্রেড থিওরি : ২৫ নম্বর (গ) ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন অ্যান্ড সায়েন্স ২৫ নম্বর (ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং – ২৫ নম্বর। সফল হলে এরপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : MD–LATS/02/2023.

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : https://mazagondock.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়া পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে তপশিলী, প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ জুলাই – ২৮ জুলাই, ২০২৩

মেষ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি হলেও তা থেকে অব্যহতির সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ও সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে অব্যহতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৯ বার 'ওঁ ভাস্করায় নম' জপ করুন।

বৃষ রাশি : স্বাস্থ্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে গোল যোগের সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে প্রতিভার বিকাশ। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম হলেও সাফল্য।

প্রতিকার : দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। হস্তশিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য ও আর্থিক উপার্জনে দিশা মিলতে পারে। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। জমি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

প্রতিকার : ৪১ বার ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ

কর্কট রাশি : সঞ্চিত অর্থের অপব্যয়। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্বন্ধে অবনতি। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের উন্নতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়ের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ২১ বার 'ও নমঃ শিবায়' জপ করুন।

সিংহ রাশি : ব্যবসার পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মামলার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মামলায় নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। অপ্রিয় সত্য কথা থেকে বিপত্তির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ১১ বার ওঁ সূর্যায় নম জপ করুন।

কন্যা রাশি : সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। কর্মস্থলে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা কাটিয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : ৪১ বার 'ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায় নমঃ'।

তুলা রাশি : যে কোনো সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি। ব্যবসায় বিনিয়োগে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ২৪ বার 'ওঁ শুক্রায় নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। যৌথ ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মতানৈক্য বৃদ্ধি। প্রিয়জনের বিবাহে বাধা। পদোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভৌময় নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি : কোনো অযাচিত মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিষধর প্রাণী থেকে সাবধান। অকারণে রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়া সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার গরিব ব্রাহ্মণকে ভোজন করান।

মকর রাশি : স্বজনের অনৈতিক কর্মে মানসিক অশান্তি। অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। শত্রু বৃদ্ধি পেলেও উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসের সঙ্গে মোকাবিলার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : অন্যমনস্কার দরুণ মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়ার দরুণ শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থে অপব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। পাড়া প্রতিবেশীর আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করুন।

মীন রাশি : অর্জিত অর্থের অপব্যয়। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্য। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার গরিবদের দই ভাত দিন।

শব্দবার্তা ২৫৬

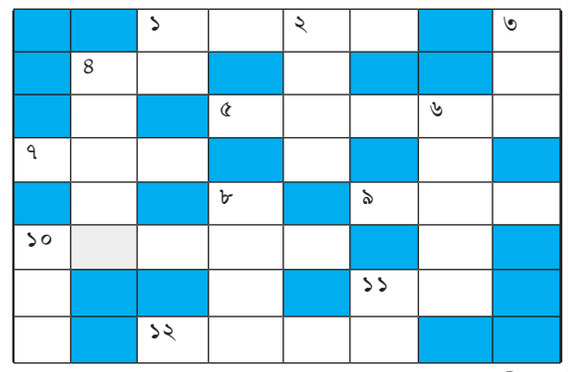

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সমাজসম্বন্ধীয় ৪। সংকট, বিপদ ৫। চাতাল ৯। গোগৃহ, গোয়াল ১০। পানের সঙ্গে গৃহীত মশলা ১১। আবরণ ১২। পৃথিবী পৃষ্ঠ, মাছি।

উপর–নীচ

১। সম্মতি, সমর্থন ২। প্রশ্নকর্তা ৩। মহৎ, উদার ৪। কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা ৬। বাগানবাড়ি ৮। তদন্তের ফলে গোপন অপরাধ প্রকাশ ১০। লাল, অগ্নিবর্ণ ১১। বর্ম।

সমাধান : ২৫৫

পাশাপাশি : ১। উৎস ৪। খেলাপ ৫। চিরহরিৎ ৬। পরভৃৎ ৭। অবদান ৯। শুভদায়ক ১১। রন্ধন ১২। কলহ।

উপর–নীচ : ১। উপচিত ২। সমীহ ৩। মহৎপ্রাণ ৪। খেচর ৬। পরশুরাম ৭। অহরহ ১০। বিবেক।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

গলব্লাডার স্টোন

ডা: মানস কুমার সিনহা

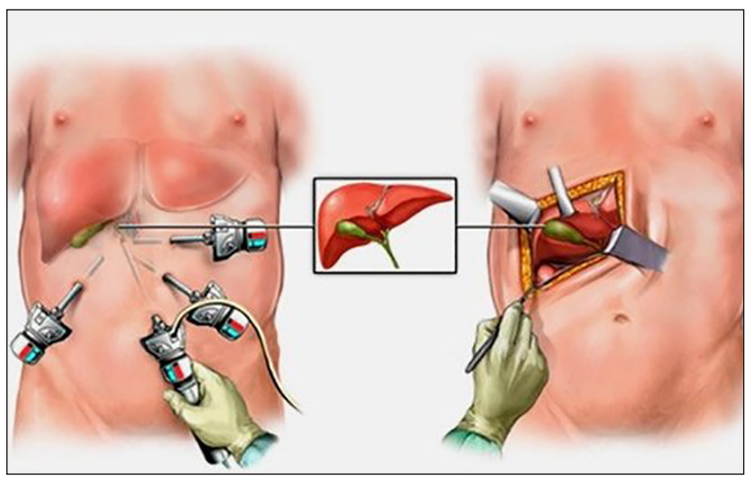

বাংলায় গলব্লাডার কে পিত্তথলি বলা হয়। পিত্ত থলিতে পাথর হওয়ার ঘটনা এখন ঘরে ঘরে তাই এই সম্বন্ধে কতগুলি তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

গলব্লাডার কোথায় অবস্থিত : লিভার বা যকৃতের ঠিক নিচের দিকে অবস্থিত গলব্লাডার বা পিত্তথলি।

গলব্লাডারের কাজ কি: লিভার থেকে উৎপন্ন পাচক রসকে বাইল বা পিত্তরস বলা হয়। লিভার থেকে উৎপন্ন হয়ে পিত্তরস এসে গলব্লাডারে সংগ্রহীত হয়। খাওয়া দাওয়ার পর গলব্লাডার থেকে বাইল বা পিত্ত রস বাইল ডাক্ট বা পিত্তনালী হয়ে আস্তে আস্তে ক্ষুদ্রান্তের বা স্মল ইনটেস্টিনের ডিউডেনামে এসে মিশে যায়। পিত্তরস চর্বি জাতীয় খাদ্যকে ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে এবং লাইপেজ এনজাইম এর সাহায্যে পরিপাকে সহায়তা করে। পিত্তরসের বিভিন্ন উপাদান গুলি হল জল, বাইল সল্ট, বিলিরুবিন, কোলেস্টেরল ফসফোলিপিড, ইলেক্ট্রোলাইট ইত্যাদি।

গলস্টোন কিভাবে সৃষ্টি হয় : পিত্ত রাশির উপাদান গুলি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে দ্রবীভূত থাকে। এর মধ্যে যদি বেশি মাত্রায় কোলেস্টেরল বা বিলিরুবিন হয়ে যায় অথবা বাইল সল্টের মাত্রা কম হয়ে যায় তাহলে পিত্তরস আর হোমোজেনিয়াস বা সমজাতীয় থাকে না এবং গলব্লাডারে পাথর হিসেবে থিতিয়ে পড়ে। যদিও কি কারণে এই উপাদানগুলির অনুপাতের তারতম্য হয় সে বিষয়ে উত্তর দেওয়া সহজ নয়। অনেক সময় এই পাথরগুলি বালি কণার আকারের হয়ে থাকে এবং কোন সমস্যা ছাড়াই বেরিয়ে যায়। বড় পাথরের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে থাকে। অনেক সময় বড় পাথরও কোন উপসর্গ ছাড়া দীর্ঘদিন থেকে যেতে পারে।

গলস্টোন কাদের হয় : গলব্লাডারের পাথর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে মহিলাদের হয়ে থাকে। ডাক্তারি পরিভাষায় ফাইভ 'এফ' অর্থাৎ ফ্যাটি, ফেয়ার, ফার্টাইল, ফিমেল অফ ফর্টি একটি প্রতিষ্ঠিত ফর্মুলা।

গলব্লাডার পাথরের উপসর্গ

*অনেক ক্ষেত্রে উপসর্গহীন।

*সাধারণত পেটের ডান দিকের উপরের অংশে প্রচন্ড ব্যথা এবং ডান কাঁধের দিকে রেফার্ড পেইন।

*কাঁপুনি দিয়ে জ্বরের সম্ভাবনা।

*বমি বমি ভাব অথবা বমি। চর্বি জাতীয় খাবারের সাথে ব্যথা বা বমি ভাব বৃদ্ধি।

*যাদের পিত্তনালীতে পাথর আটকে যায় তাদের জন্ডিস দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা : অনেক সময় রোগী বিভ্রান্ত হন বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসার সাহায্যে পাথর গলিয়ে দেওয়ার উপদেশে। মনে রাখা দরকার গলব্লাডারে পাথর হলে গলব্লাডার কেটে ফেলে দেওয়াই (কোলেসিস্টেকটমি) সঠিক পদ্ধতি। যাদের পিত্তনালীতে পাথর আটকে আছে তাদের অনেক ক্ষেত্রে ইআরসিপির সাহায্যে পাথর বার করা হয়ে থাকে। কিন্তু পিত্তথলিতে পাথর থাকলে তা পেট কেটে বা লেপারোস্কপির সাহায্যে কোলেসিস্টেকটমি করে গলব্লাডার কেটে বাদ দিতে হবে। গলব্লাডার অপারেশনের পরে পরিপাকের ক্ষেত্রে সামান্য অসুবিধে দেখা দিলেও সময়ের সাথে সাথে আর কোন সমস্যা থাকে না এবং রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিপর্যয়, জলবায়ু ও ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ বিষয়ক এক কর্মশালা হল মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিপর্যয় এবং জলবায়ু ও ঝুঁকি পূর্ণ যোগাযোগ বিষয়ক এক কর্মশালা হয়ে গেল। কলকাতা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এবং ভারত জাপান ল্যাবরেটরি,জাপানের কিও বিশ্ববিদ্যালয় ও রিকা ইন্সটিডিউটের সহায়তায় বিপর্যয়ের মোকাবিলায় কী করা উচিত, সাংবাদিকদের ভূমিকা কতটা, কতটা ঝুঁকি নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় কাজ করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এদিনের কর্মশালায়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খান, জাপানের কিও বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজীব সাউ, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিষ শূর, আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা ড: সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রাক্তন সচিব হিমাদ্রি

মৈত্র সহ আরো অনেকে। মন্ত্রী জাভেদ খান বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে বিপর্যয় মোকাবিলার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়।এই রাজ্যের ওপর দিয়ে আয়লা, আমফান, বুলবুল, ইয়াসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। ক্ষতি হয়ে গেছে প্রচুর। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সুন্দরবনের। এই বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের সরকার সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষন দিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার টিম তৈরি করেছে। যারা সুন্দরবনে বিপর্যয় মোকাবিলায় কাজ করছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে এখন আবহাওয়ার গতিবেগের উপর নজর রেখে বির্পযয়ের মোকাবিলা করণীয় কাজগুলি অনেকটাই করা যাচ্ছে। সুন্দরবন এলাকার মানুষকে আগেই নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রাণহানি কমাতে পারছে। এদিন এই কাজে স্থানীয় মিডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরলেন প্রফেসর রাজীব সাউ। তিনি এদিন বিভিন্ন তথ্য তুলে এই বিপর্যয় মোকাবিলায় করণীয় কাজ, সাংবাদিকদের ভূমিকা কতটা তা তুলে ধরেন। ড: সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আবহাওয়ার পরিবর্তন কেমন ভাবে হয় তা তুলে ধরেন। এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিষ শূর বলেন, সাংবাদিকদের কাজ অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ। তবে নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে কীভাবে বিপর্যয়ের সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে সেদিকে নজর রাখতে হবে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা আর পূর্ব মেদিনীপুর সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে পড়ে। তাই এই সব এলাকার মানুষকে সচেতন করতে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলা গুলোতে প্রেস ক্লাব গুলোর মাধ্যমে বিপর্যয় মোকাবিলার সচেতনতামূলক শিবির করার চিন্তা ভাবনা আছে। এদিন এই বিষয়ে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন মন্ত্রী। এদিনের এই কর্মশালায় উত্তর ২৪ পরগনা, দ:২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিকরা এই তিন জেলার বহু সাংবাদিক অংশ নেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

হাবড়া বোয়ালিয়া রোডের শোচনীয় অবস্থা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া বোয়ালিয়া রোডের অবস্থা খুবই শোচনীয়। হাবড়া সিনেমা হলের পাশ দিয়ে তিন মাইল দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি শ্রীনগর পর্য্যন্ত চলে গেছে। সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯৪৭ সালে মিলিটারী কর্তৃপক্ষ এই সড়কটি নির্মাণ করে। তারপর থেকে সুদীর্ঘ ২৪ বছর এই সড়কটি মেরামত হয়নি। সড়কটির দুধার ভেঙ্গে গেছে। মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট বিরাট খাদ। ফলে যান চলাচলের যথেষ্ট ব্যাঘাত হচ্ছে। আরও জানা গেল, পথ দুর্ঘটনা এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। স্থানীয় বিধান সভার সদস্য ও বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী নির্বাচনের সময় প্রতিবারই জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়ে আসছেন সড়কটি সংস্কার হবেই।

কিন্তু মানুষ আর এই মিথ্যা আশ্বাস ও জনসাধারণের দুর্ভোগ চরমে ওঠায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববতী এলাকার তীব্র হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৭ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা, ২১ শে জুলাই, ১৯৭৩, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৮০ শনিবার

চিকিৎসক খুনে গ্রেপ্তার কংগ্রেস নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটির চিকিৎসক বিজেপি নেতা মদনলাল চৌধুরী খুনে নলহাটি শহর কংগ্রেস সভাপতি শিক্ষক রাজেশ শেখ ওরফে মোতুজাকে ১৬ জুলাই রাতে গ্রেপ্তার করেছে নলহাটি থানার পুলিশ। রাজেশ সিউড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১৭ জুলাই রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতে রাজেশ বলেন, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি কাউকে খুন করিনি। কুশমোড় ১নং গ্রামপঞ্চায়েত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ত্রিশঙ্কু ফলাফল হয়। ১৫ জুলাই বড়াম গ্রামের দুই কংগ্রেস বিজয়ী সদস্য তৃণমূলে যোগদান করায় কুশমোড় ১নং গ্রামপঞ্চায়েত দখল করে তৃণমূল। বড়াম গ্রামের দুই দলত্যাগী সদস্যকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল রাজেশ । তা রোখার জন্য পুলিশ রাজেশকে গ্রেপ্তার করেছে বলে অভিযোগ কংগ্রেস শিবিরের। ২৪ এপ্রিল দুপুরে মুখে সেলোটেপ হাত পা বাঁধা অবস্থায় এক প্রবীণ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মদনলাল চৌধুরীর (৮২) রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় নলহাটি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের রেলগেটের কাছে। তাঁর নিজের বাড়ির দোতলার ঘর থেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্র থেকে তিনি দুইবার বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তারাপীঠে তোলাবাজি,ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাবাধাম দেওঘরে জল ঢেলে বাসে তারাপীঠ এসেছিল বিহারের মুজাফরপুরের সত্তর আশিজনের পুণ্যার্থীর একটি দল। রামপুরহাট টোল ট্যাকস পেরিয়ে ৬০ নং জাতীয় সড়কের মনসুবা মোড় সংলগ্ন এলাকায় ১৪ জুলাই রাতে তাদের বাস দাঁড় করিয়ে টাকা চায় কিছু যুবক। পুণ্যার্থী দলের সদস্য রাম পরাশর বলেন, টোল ট্যাকসে টোল দেওয়ার পর আবার টাকা চায় কিন্তু তারা কোনো কাগজ দেখাতে পারেনি । আমরা তখন টাকা না দেওয়ায় বাসের কাঁচ ঢিল মেরে ভেঙ্গে দেয় । আমাদের উপর বেলচা, বাঁশ, কাঠ দিয়ে হামলা চালায়। মহিলাদের উপর হামলা চালায়। পুণ্যার্থীদলের কয়েকজন সদস্যকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শৌচাগারে রোগীর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার রাতে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শৌচাগারে এক রোগীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হলো। মৃতের নাম ভজন লেট (২৫)। বাড়ি রামপুরহাটে। মানসিক সমস্যার কারণে দুদিন আগে ভজনকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয় বলে পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে জখম টোটো যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে সজোরে ব্রেক কষেছিলেন টোটো চালক।মুহূর্তে টোটো থেকে ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে আতিকুল মোল্লা নামে এক টোটোযাত্রী, গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা ওই টোটো যাত্রীকে উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাতে অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত

করা হয়। সেখান থেকে তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বাসন্তী থানার অন্তর্গত শিবগঞ্জ এলাকায়।

গণনা কেন্দ্রে ঢুকে বিধায়কের হুমকি কমিশনের কাছে রিপোর্ট তলব কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : নিজস্ব প্রতিনিধি: গণনা কেন্দ্রে ঢুকে বিধায়কের হুমকি। তারপরেই নাটকীয় ভাবে বদলে গেল ভোটের ফলাফল। মাত্র এক ভোটে জয়ী হলেন শাসকদলের প্রার্থী। এমনই অভিযোগ দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। পরাজিত সিপিএম প্রার্থী মামলাটি হাইকোর্টে দায়ের করেছেন। যার প্রেক্ষিতে এবার কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেই সঙ্গে আরও নির্দেশ, সংশ্লিষ্ট গণনা কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির রামকৃষ্ণপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৩ নম্বর বুথের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও ব্যালট পেপার সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। সিপিএম প্রার্থী অর্পিতা বণিক সরদারের অভিযোগ ছিল, গত ১১ জুলাই গণনা শেষে তাকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে স্থানীয় বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার কয়েকজন দুষ্কৃতিকে নিয়ে গণনা কেন্দ্রে ঢোকেন এবং হুমকি দেন। তারপর মাত্র ১ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। মামলাকারীর আইনজীবী শামীম আহমেদ দাবি করেন, বিধায়ক কয়েকজন দুষ্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করার পরেই ফলাফল নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এজেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তারা গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিধায়কের বিরুদ্ধে কমিশনকে অভিযোগ জানানো হয়েছে কিনা তা জানতে চান বিচারপতি। শামীম আহমেদ বলেন কমিশনের কাছেও তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। এরপরই গোটা ঘটনা নিয়ে কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলবের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বুথ তথা রামকৃষ্ণপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৩ নম্বর বুথের সিসি ক্যামেরার ফুটেজেও ব্যালট পেপার সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। ১০ আগস্ট মামলার শুনানি। অন্যদিকে সোনারপুরের বিধায়ক লাভলী মৈত্র ওরফে অরুন্ধতী মৈত্রের বিরুদ্ধেও গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের অভিযোগ উঠেছিল। সোনারপুর ব্লকের কালিকাপুর ১নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথের গণনার সময় স্থানীয় বিধায়ক লাভলী মৈত্র গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। যার প্রেক্ষিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট বুথের সিপিএম প্রার্থী। এব্যাপারেও কমিশনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ওই বুথের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। গণনা কেন্দ্রে তৃণমূল বিধায়ক কিভাবে প্রবেশ করলেন, কমিশনের প্রতিনিধিকে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে নির্দেশে উল্লেখ করেছেন তিনি। অন্যদিকে কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বলেন, আমি কেন গণনা কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে যাব? সিসি টিভি রয়েছে। সেই ফুটেজ দেখলেই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিরোধীরা যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৮ আগস্ট। এছাড়াও কুলতলীতে সিপিএম প্রার্থী প্রাপ্ত ভোট তৃণমূল প্রার্থীর নামে নথিভুক্ত হওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়, যার জেরে শাসক দলের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন বলে অভিযোগ। এ ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট বুথের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণের পাশাপাশি কমিশনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি সিনহা।

বচসার জেরে খুন মগরাহাটে

অরিজিৎ মণ্ডল : দুই মদ্যপ প্রতিবেশীর বচসার জেরে খুন ১ ব্যক্তি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মগরাহাট থানার বাঁকিপুর এলাকায়। মৃত ব্যক্তি দাইহান গাজী। মৃত দাইহান গাজীর পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, রবিবার রাতে এলাকায় এক অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে দাইহান গাজীর সঙ্গে বচসা হলে গ্রামের মানুষজন তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পরে প্রতিবেশী নুরউদ্দিন গাজী মদ্যপ অবস্থায় গালিগালাজ করা তার প্রতিবাদ করেন দাইহান গাজী। এরপরেই দাইহান গাজীকে বেধড়ক মারধর করে নুরুদ্দিন গাজী। ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়লে দাইহানকে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে জানায়। ঘটনার পর থেকে থমথমে গোটা এলাকা। ঘটনায় প্রতিবেশী নুরুদ্দিন গাজীর উপর খুনের অভিযোগ তুলেছেন নিহতের পরিবারের লোকজন। মগরাহাট থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

বহড়ুতে পথ দুর্ঘটনা, আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার দুপুরে জয়নগর থানার বহড়ু ঢিবির হাট মোড়ের কাছে একটি পথ দুর্ঘটনায় আহত হয় দুজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। এদিন দুপুরে জয়নগর থেকে দক্ষিণ বারাসতমুখী একটি লরির তলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছনের চাকার তলায় পড়ে যায় দুই সাইকেল আরোহী। তৎক্ষণাৎ লরির চালক দাঁড়িয়ে পড়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় তারা। তারা আহত হন। স্থানীয়রা ও লরির চালক নিজে তৎক্ষণাৎ আহত দুজনকে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। আহত সাইকেল আরোহীর বাড়ি জয়নগর থানার উওর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের কাকা পাড়া এলাকায়।

গহনা লুঠ করার অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর স্টেশন মোড়ে এক বয়স্ক মহিলার গহনা লুঠ করার অভিযোগে ধৃত একজনকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গত সোমবার জয়নগর স্টেশন মোড়ে এক বয়স্ক মহিলার সঙ্গে অপরিচিত এক ব্যক্তি প্রথমে আলাপ করে। তাঁর সঙ্গে নানারকমের গল্প করে। এবং তাকে নিজের কাছে থাকা একটি টাকার বাণ্ডিল দিয়ে বলে তুমি এগুলো রাখো আর তোমার কাছে থাকা গহনা গুলো ও এই পুটুলিতে রাখো নাহলে রাস্তায় বিপদে পড়তে পারো। আর তাঁর কথায় বিশ্বাস করে ওই মহিলা তার গহনা গুলো ওই অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া পুটলিতে রাখে এবং তাঁর পরেই ওই ব্যক্তি ওই গহনার পুটলি নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই বয়স্ক মহিলার কাছে টাকা বলে কিছু কাগজের টুকরোর বান্ডিল রেখে যায় সে। আর নিজের গহনা হারিয়ে অবশেষে ওই মহিলা জয়নগর থানার দ্বারস্থ হয়ে সোমবারই অপরিচিত ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করেন। জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য তদন্তে নেমে জয়নগর স্টেশন মোড়ের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ও নিজস্ব সোর্স মারফত সন্ধান লাগিয়ে মন্দিরবাজারের মোড় থেকে মঙ্গলবার রাতে সারুখ সেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের বাড়ি কাশিপুর থানা এলাকায়। সে মন্দিরবাজার থানা এলাকায় শ্বশুর বাড়িতে থাকে। ধৃতকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গহনাগুলো উদ্ধার করতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

বাসন্তী ব্লকে ৩ জেলাপরিষদ আসনে বড় ব্যবধানে জয় তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাসন্তী ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলাপরিষদ প্রার্থী ছিলেন নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল, শঙ্করী মণ্ডল, আবেদা পারভীন। বাসন্তী ব্লকের ৩টি জেলাপরিষদ আসনেই শাসকদল কোনোরকম প্রার্থী পরিবর্তন করেনি। আর সেই কারণেই বড় ব্যবধানে জয় পেল শাসক দল। বাসন্তী ১ নম্বর জেলা পরিষদ আসনে প্রার্থী নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল (তৃণমূল কংগ্রেস), তুলসি অধিকারী (বিজেপি), অমরী মণ্ডল (বিএসপি), রানু বোস (সিপিআইএম) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। বাসন্তী ১ নম্বর জেলাপরিষদে মোট ভোটার সংখ্যা ৯০২৪৩, প্রদত্ত ভোট ৬৭৬৪৯, বাতিল ৩৮০০। তৃণমূল কংগ্রেস ৫৭৩৭৫, বিজেপি ২০৬৪, বিএসপি ৩৩৪,সিপিআই(এম) ৪০৭৬। জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল। বাসন্তী ২ নম্বর জেলাপরিষদ আসনে প্রার্থী ছিলেন পরিতোষ মণ্ডল (জাতীয় কংগ্রেসে), সুভাষ মহারাণা (এসইউসিআই), বিকাশ সর্দার (বিজেপি), শঙ্করী মণ্ডল (তৃণমূল কংগ্রেসে), সমর বিশ্বাস (আরএসপি)। বাসন্তী ২ নম্বর জেলাপরিষদ এ মোট ভোটার সংখ্যা ৯০৬৯০, প্রদত্ত ভোট ৬৭৩৮৩, বাতিল ৩৫৫৩। জাতীয় কংগ্রেস ২২৭, এসইউসি ২৩৩, আরএসপি ৭২৭৩, বিজেপি ৯৪৪২, তৃণমূল কংগ্রেস ৪৬৬৫৫। জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শঙ্করী মণ্ডল। বাসন্তী ৩ নম্বর জেলাপরিষদ আসনে প্রার্থী ছিলেন ফিরদৌসি মোল্লা (জাতীয় কংগ্রেস), আবেদা পারভীন (তৃণমূল কংগ্রেস), তাজমীরা পৈলান (আরএসপি), সাহানা জমাদার মণ্ডল (সিপিআইএম), স্বপ্না মণ্ডল (বিজেপি)। বাসন্তী ৩ নম্বর জেলাপরিষদে মোট ভোটার সংখ্যা ৯৯৮৮৩, প্রদত্ত ভোট ৭৫১১৩, বাতিল ৫১৪৬। জাতীয় কংগ্রেস ৮৮৫, তৃণমূল কংগ্রেস ৪৪২৮০, আরএসপি ১২৮৫৬, সিপিআইএম ৩১৭৬,বিজেপি ৮৭৭০। জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবেদা পারভীন।

বিজেপিকর্মী খুনে গ্রেপ্তার আরো ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারেনডা গ্রামে দিলীপ মাহারা খুনে আরো একজনকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ । ধৃতের নাম ধনঞ্জয় মাহারা। বাড়ি সারেনডা গ্রামে। ১৭ জুলাই সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ৮দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। স্পেশাল এপিপি তপন গোস্বামী বলেন, প্রদীপ মাহারাকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ধনঞ্জয় মাহারা নামে আর একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ৬ জুলাই ভোরে সারেনডা থেকে চন্দ্রপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তার কুলুপুকুরের ধার থেকে মহম্মদবাজার বি মন্ডলের হিংলো গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৪ নং বুথের বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ মাহারার (৪৮) মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাড়ি সারেন্ডা গ্রামে । দিলীপের স্ত্রী ছবি মাহারা পালান সংসদ থেকে নির্দল প্রার্থী ছিলেন।

গভীর রাতে ঘরে ঢুকে গৃহবধূকে গুলি করে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গভীর রাতের অন্ধকারে একদল দুষ্কৃতি বাড়িতে চড়াও হয়ে গুলি করে খুন করলো এক গৃহবধুকে। মৃত গৃহ বধুর নাম ছালিমা লস্কর সরদার(৩১) বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ডেভিসাবাদ গ্রামে। গভীর রাতে এমন ভয়াবহ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলেই তড়িঘড়ি হাজির হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। গুলিবিদ্ধ গৃহবধূকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি মৃত গৃহবধূর স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত প্রায় সাত বছর আগে ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্মতলার আমতলা গ্রামের ছালিমার সঙ্গে বিয়ে হয় দক্ষিণ ডেভিসাবাদ গ্রামের বাবুরালি সরদারের। দম্পতির পাঁচ বছর বয়সের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। বুধবার রাতে খাওয়া–দাওয়া সেরে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলেন দম্পতি। আচমকা রাত দুটো নাগাদ বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাদের বাড়িতে চড়াও হয়। ওই গৃহবধূ আওয়াজ শুনে টর্চ জ্বালাতেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতিরা। ওই গৃহবধুর মাথায় গুলি লাগে। এদিকে গভীর রাতের অন্ধকারে গুলির শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসেন। যদিও ততক্ষণে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।

গৃহবধুর গলাকাটা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের মধ্যেই গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার হল এক গৃহবধূর দেহ। মৃত বধুর নাম অঞ্জলি নস্কর (৩৯)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার মাতলা ২ পঞ্চায়েতের মিঠাখালী এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অঞ্জলি দেবী। বেশ কিছু টাকা দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। স্বামী দিলীপ নস্কর দিনমজুরের কাজ করেন। দুই ছেলে বেকার। ক্যানিংয়ে ভাড়া বাড়িতেই থাকতেন ওই বধু। আদি বাড়ি ক্যানিং থানার গোপালাপুর পঞ্চায়েতের গলাডহরা গ্রামে। মঙ্গলবার সকালে ভাড়া বাড়ির ঘরের মধ্যে থেকেই উদ্ধার করা হয় গলা কাটা মৃতদেহ। বঁটি দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। পরিবারের দাবি মানসিক অবসাদের কারণেই নিজের গলা নিজেই কেটে আত্মহত্যা করেছে। অন্যদিকে সাত সকালে এমন ঘটনা এলাকায় চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আত্মহত্যা না খুন তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। পাশাপাশি মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৪ কিশোরের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন জনৈক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় ন'টার ঘরে। রেললাইন সংলগ্ন ক্যানিংয়ের মিঠাখালীর একটি ক্লাব ঘরে ৪ কিশোর গল্প করছিল। সেই সময় রেল লাইনের মাঝে এক বছর ৪৫ বয়সের ব্যক্তি আনমনে হেঁটে চলেছেন। গন্তব্য সম্ভবত ক্যানিং ষ্টেশন। পিছনে তখন দুরন্ত গতিতে ধেয়ে আসছে ডাউন শিয়ালদহ–ক্যানিং লোকাল। ব্যক্তির থেকে চলন্ত ট্রেন মাত্র ১০০ মিটার দূরে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে। মুহূর্তে চার কিশোর চিৎকার করে বলতে থাকে কাকু সরে যান। পিছনে ট্রেন আসছে। আচমকা চার কিশোরের চিৎকারে সম্বিৎ ফেরে। কয়েক সেকেন্ডের

ব্যবধান। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতছানি। কোন কিছু না ভেবে রেল লাইনের পাশেই ঝাঁপিয়ে পড়েন দিলীপ দাস নামে ওই ব্যক্তি। ট্রেন চলে যায়। প্রাণ রক্ষা হল বটে। ঝাঁপ দেওয়ায় গুরুতর জখম হন ওই ব্যক্তি। চার কিশোর তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। পরে দিলীপ দাসের পকেট থেকে ফোন বের করে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৪ কিশোর। জখম ব্যক্তির দুসম্পর্কের এক বোনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ওই রাতে দুর্ঘটনার খবর পেয়েও আসেননি কেউ। অগত্যা ৪ কিশোর আহতের সেবা শুশ্রূষা করে। রাত কেটে ভোর হয়। ততক্ষণে সুস্থ হয়ে উঠেছেন দিলীপ। পরিবারের সঙ্গে রওনা দেন বাড়ির উদ্দেশ্যে। তবে যাওয়ার আগে যাদের জন্য প্রাণ ফিরে পেলেন সেই কিশোরদের হঠাৎ বুদ্ধিকে তারিফ করে প্রশংসা করেন। উদ্ধারকারী সাগর পৈলান নামে এক কিশোর জানিয়েছে, 'চিৎকার করতেই উনি লাইনের পাশে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ট্রেন চলে যায়। ভেবেছিলাম যা হওয়ার তাই হয়ে গিয়েছে। পরে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাই পড়ে গিয়ে জখম হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ৪জন মিলে একটি টোটো গাড়িতে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাই। সুস্থ হয়ে গিয়েছেন।এমন কাজ করতে পেরে ভালো লাগছে।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ২২ জুলাই – ২৮ জুলাই, ২০২৩

মণিপুরের কান্না তবু দেশের শিক্ষা কোথায়

মণিপুরের ভিডিও ভাইরাল। নারী নির্যাতনের এমন ছবি নতুন নয়। মণিপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেই 'আফসা'র অপসারণ চেয়ে বছরের পর বছর মণিপুরের 'শর্মিলা চানু' অনশন আন্দোলন চালিয়েছেন। আফসা'র লাগাম ছাড়া ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। সম্প্রতি কুকি ও মেইতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অনিয়ন্ত্রিত হিংসা চলছে তার সূত্রপাত দেশ ভাগের সময় থেকেই। জওহরলাল নেহেরু উত্তরপূর্বের এই অঞ্চলগুলির উন্নয়ণের লক্ষ্যে সেভাবে হাঁটেননি বলে অনেকেই মনে করে। একদা নাগাল্যান্ড মণিপুরের পথ ধরেই নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনারা দিল্লির লক্ষ্যে বীরত্বময় সংগ্রাম করেছিলেন। ইম্ফল–কোহিমার মাটি ভিজে গিয়েছিল মুক্তি সেনাদের বুকের রক্তে। বৃহত্তম অসম থেকেই উত্তর পূর্বে সাতটি রাজ্য বা সপ্ত কন্যার সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে। নাগাল্যান্ডের রাণী গেই দলুই কিংবা ফিজো সহ বহু জনজাতির নেতারা নেতাজির প্রতি অনুরক্ত থাকলেও নেহেরু বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন নানা কারণে। দীর্ঘদিন ওই সব অংশে ভারতের সেনারা অনশন করেছেন আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে। মণিপুরের মহিলাদের ভারতীয় সেনাদের প্রতি কটাক্ষ করে পথে নেমে প্রতিবাদ আজও মণিপুরের নারীদের লড়াইয়ের ইতিহাসে উজ্জ্বল। মণিপুরে নারীদের স্বাতন্ত্রতা, শিক্ষা সব দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় রবি ঠাকুর কিংবা আরো আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলি ধন্য মণিপুরের সংস্কৃতি অনন্য। ব্রিটিশ আমলে এবং দেশভাগের পরে পরেই বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টায় খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে ও প্রসারের লক্ষ্যে গীর্জাগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। চিত্রাঙ্গদার রাজ্যে আজ সংকীর্তন অনেকটাই কোণঠাসা। তবু ধর্ম কখনও ওই রাজ্যের সম্প্রীতিকে বিঘ্ন ঘটায়নি। বিদেশ এবং অভ্যন্তরীণ উস্কানি, প্রশাসনের ধারাবাহিক উদাসীনতা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। ভারতের দিকে তাকালে নারী নির্যাতনের এমন ঘটনা বহু রাজ্যেই ঘটেছে এবং তা নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন কিছুটা হলেও রাজনীতি নির্ভর হয়ে উঠেছে। হাথরাস, উন্নাও কিংবা পশ্চিমবঙ্গের বানতলা, আন্দামানের সন্ন্যাসীনীদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা জনমনে হয়ত অনেকটাই ফিকে হয়েছে সময়ের নিয়মে। তবু গ্রাম বাংলায় চুল কেটে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে কিংবা পোশাক খুলে নেওয়ার ঘটনা সামনে আসে। যদিও সেগুলি ভাইরাল হয় না। প্রকৃত আইনের শাসন জারি হলে, আদালত সক্রিয় হলে বারংবার নানা প্রদেশের, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লজ্জাকর নারী নির্যাতনের ঘটনা কিংবা রাজনীতি হতো না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

'এই জগৎ সত্য নয়, ব্রহ্ম সত্য আর সকলই মিথ্যা' এই ধরনের মৌখিক বাক্যেও মুক্তি লাভ হয় না। নিপুণ বাক্যজাল, তীর্থভ্রমণ, নানান নিয়মপালন ইত্যাদিতে এই জগতবন্ধনের উপশম হয় না। মনকে যিনি দৃঢ়ভাবে আত্মবিচারে নিয়োজিত করেন, তিনি দৃশ্যজগৎ ভেদ করতে পারেন। জগৎ যদি প্রকৃতই সত্য হত তবে তা কখনই বিলুপ্ত হত না।, এবং তার ফলে মুক্তিও অসম্ভব হয়ে যেত। করণ সৎ বস্তুর অভাব ও অসতের সত্তা সম্ভব হয় না। যে পর্য্যন্ত দৃশ্যের নিবৃত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পরমাণুতে অবস্থান করলেও দঅশ্য দর্শন করবেন। চিৎস্বরূপ দর্পণের মতই আয়নাকে যেভাবেই রাখা হোক না কেন তাতে প্রতিবিম্ব পড়বেই, চিৎস্বরূপ আত্মায় জড়–বিকারের প্রতিবিম্ব পড়ে বলেই জন্ম–ব্যধি–মৃত্যু, জাগরণ–স্বপ্ন–সুপ্তি ইত্যাদি অবস্থার বোধ হয়। এমনকি সমাধিকালেও দৃশ্য সমূহ বীজের আকারে অব্যক্তভাবে বর্তমান থাকে। সেই জন্যই সুপ্তি ও সমাধি হতে জেগে পুনরায় জগৎ দৃষ্ট হয়। যতকাল অবিদ্যা বজায় থাকবে, ততকাল নির্মল ও মুক্তস্বভাব আত্মার জীবভাবের এই বৈশিষ্ট্য প্রক্ষিপ্ত হয়ে আত্মাকে মলিন ও বদ্ধ হয়েই থাকতে হয়। বীজমধ্যে বিশাল বৃক্ষের শক্তি লীন অবস্থায় যেমন থাকে, জীবের অন্তরেও অবিদ্যাশক্তির দরুন জগদ্জ্ঞান বর্তমান থাকে। সময় বিশেষে তা লুপ্ত বোধ হয় মাত্র। আত্মবিচাররূপ যোগ দ্বারা জীবভাব চিরতরে নির্মূল করেই কৃতকৃত্যতা অর্জন করতে হয়।

হে রাম! আকাশজ নামে এক ধার্মিক অমর ব্রাহ্মণকে সর্বগ্রাসী মৃত্যু বহু চেষ্টাতেও কিছুতেই হনন করতে পারলেন না। হতাশ হয়ে মৃত্য যমকে এর কারণ জিজ্ঞসা করায় যম বললেন, কর্মই জীবের মৃত্যুর কারণ। ঐ ব্রাহ্মণ কোনও কর্মে লিপ্ত হন না, তাই তিনি হননযোগ্য নন। তিনি আকাশ হতে জন্ম লাভ করে আকাশের মত অসংপৃক্ত। তাঁর পূর্ব কর্মজনিত সংস্কার এবং সঙ্কল্প কিছু না থাকায় কর্মের সামান্য স্পৃহাটুকুও নেই, তাই তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান–আকাশের মত তিনি নির্গুণ, অকর্মক এবং নিস্পৃহ। নিজ কারণস্বরূপ ব্রহ্মেই তিনি নিত্য অবস্থান করেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

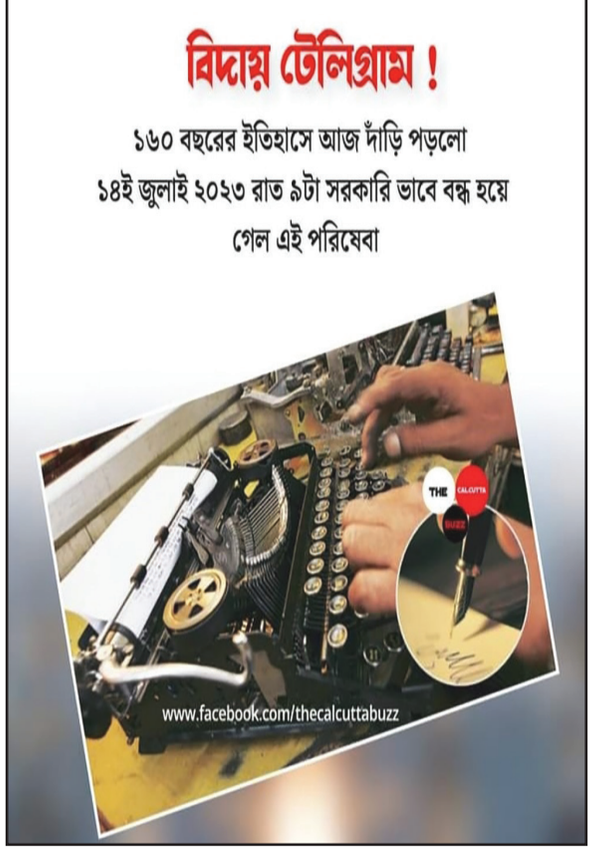

রাজ্য কর্মচারিদের ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের যেন গা ছাড়া ভাব

নির্মল গোস্বামী

দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার উপর অটুট আস্থাই হল সুনাগরিকের লক্ষণ। তাই দেখা যায় বড় বড় নেতারা বাস্তবে অখুশি হলেও আদালতের রায়কে প্রকাশ্যে খুব একটা সমালোচনা করে না। সকলেই বলে আইনের উপর ভরসা আছে আইন আইনের পথে চলবে। যে অপরাধী সেও বলে আইনের উপর আস্থা আছে। আবার যার সঙ্গে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেও বলে আইনের উপর আস্থা আছে। কিন্তু বাস্তব সত্য যে আইন দুপক্ষকে খুশি করতে পারবে না। এটা দুপক্ষই জানে। তবুও বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে হয় এই জন্যই যে এছাড়া আর পথ নেই।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে সব সমস্যার সমাধানের মহৌষধী হল আদালত। সাধারণ প্রশাসনের যে কাজ সেই কাজও আদালতকে করতে হচ্ছে। কোন তদন্ত কে করবে তা সরকারের ঠিক করার কথা। কিন্তু সরকারের উপর মানুষের আস্থা নেই, তাই আদালত

ঠিক করে দিচ্ছে রাজ্য পুলিশ না সিআইডি না সিবিআই, না ইডি, না এনআইএ কে কোন কেসের তদন্ত করবে। ভোটে কারচুপি হয়েছে একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। যে ভাবে ভোট ঘোষণা থেকে পরিচালনার পদ্ধতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সরকারের বা নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য সৎ ছিলনা। তারপর মনোনয়ন থেকে ভোটগণনা পর্যন্ত যেভাবে সমগ্র পুলিশ প্রশাসন সহ সাধারণ প্রশাসন সরকারি দলের পক্ষে বেহায়ার মতো পক্ষপাতিত্ব করেছে তাতে করে নিরপেক্ষ ভাবে যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হয়নি তা সকলেই অনুভব করতে পারে। মানুষের মৃত্যুর কথা বাদই দিলাম। এই মৃত্যুর কারণ খুঁজতে বসলে তা মহাভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে যাবে। নির্বাচন কমিশনের কাজ ছিল অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি ব্যবস্থা নিতে অপারগ। তাই আদালতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বৈধ ভাবে বা আইন জেনে সমগ্র ভোট পর্ব সমাধান হয়েছে কিনা।

আমাদের রাজ্যের পুলিশ ইচ্ছা মতো মানে নিজের ইচ্ছায় নয়, কর্তার ইচ্ছায় যখন ইচ্ছা থাকে তাকে যে কোন কেসে ফাঁসিয়ে যে দেয় সে আর নতুন কিছু নয়। যুগে যুগে এ জিনিস হয়ে আসছে। সব দলই এই ব্যবস্থা কায়েম রাখতে চায়। তাই তারা ১৮৬৪ সালের ইংরেজদের পুলিশ আসনকে আজও বলবৎ রেখেছে। ফলে পুলিশ যাতে বিরোধী নেতাকে গাঁজা কেস দিয়ে লকাপে পুরতে না পারে তার জন্যও আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। কোন নেতা আদালতের রক্ষাকবচ পাবে কি পাবে না তা ঠিক করে দেয় আদালত। কোন ভি আই পি অভিযুক্তকে সিবিআই ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে কি না তাও ঠিক করে দেয় আদালত। ফলে আদালতের গুরুত্ব বর্তমানে এই রাজ্যে কি ভাবে বেড়েছে তা সহজেই অনুমেয়। সে জন্যই ফেসবুকে অনেকে ব্যঙ্গ করে লিখেছে যে পশ্চিমবঙ্গ হল আদালত শাসিত রাজ্য। ফলে এহেন আদালত সম্পর্কে বা বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কথা বলা ধৃষ্টতার সামিল। বলার থাকলেও বলতে সাহস হয় না।

তবে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে এই বিষয়ে একটু সাহস সঞ্চয় করতে পারা যাচ্ছে। বিচারপতির এজলাস বয়কট থেকে বিচারপতির বাড়িতে পোস্টার লাগানো কাণ্ড ঘটানো আইনজীবী থেকে রাজনীতির লোকেরা। সাধারণত বিচার ব্যবস্থায় মর্যাদা রক্ষা করার অগ্রণী সৈনিক। ফলে তারা যখন বলতে শুরু করেছে তখন একটু বুকে বল আসে। আবার গত ১৪/৭ তারিখে সরকারি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক যখন প্রকাশ্যে বিচারপতি ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে সমালোচনা করলেন। তখন সাহস আরও একটু বাড়ল।

সেই সাহসে ভর করেই কয়েকটি যুক্তি মাথায় এলো। সেদিন একজন উকিল বন্ধু বলছিলেন যে আইনের ভিত্তি হল সাধারণ জ্ঞান। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য ডিএ পাওয়ার মামলা প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের আচরণটা কিছুতেই সাধারণ জ্ঞানে মেলাতে পারছি না। গত ১৪ জুলাই বিচারকদ্বয় সরকারপক্ষে উকিলের দাবি মেনে নিয়ে বলেন যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা তাই সবিস্তারে শুনতে হবে। কিন্তু কবে শুনবেন তার দিনও ঠিক করে দেননি। ফল অনন্তকাল অপেক্ষা ছাড়া পথ নেই। সাধারণ জ্ঞানে মনে প্রশ্ন জাগে যে, সাতটা ডেট পার হয়ে যাবার পর বিচারপতিরা বুঝলেন যে এই মামলা সবিস্তারে শুনতে হবে? তার আগে কি ভেবেছিলেন সামারি শুনেই রায় দিয়ে দেবেন? কোন মামলার কি গুরুত্ব সেটা যদি বিচারপতিরা প্রথমে বুঝতেই না পারেন তাহলে তা বিষম ব্যাপার হয় না কি? যদি প্রথমেই বুঝে থাকেন যে সবিস্তারে শোনা প্রয়োজন তাহলে প্রথম থেকে শুনলে হয়তো এতদিনে রায় বের হয়ে যেতো।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে জল রোদ মাথায় করে ধর্নায় বসে আছেন। এর আগে অনশন করেছেন। এই আন্দোলন তারা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ ডি এ পাওয়া তাদের স্বীকৃত অধিকার। এই বিষয়ে বার বার মামলায় তারা জয়ীও হয়েছেন। স্যাট থেকে ট্রাইবুনাল, হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ সবক্ষেত্রেই রাজ্য সরকার হেরেছে। অথচ ডিএ দিচ্ছে না। হাইকোর্ট যদি বলে দিত যে ডিএ পাওয়া আইনি অধিকার নয় তাহলে তারা নিশ্চয়ই রাস্তায় এসে ধর্না দিতো না। বেআইনি দাবি নিয়ে সরকারী কর্মচারীরা কি রাস্তায় বসে আছেন? পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই ডি এ মামলা কয়েক বছর ধরে চলছে। আমরা জানি যে বিচারের দীর্ঘসূত্রতা এক ধরনের অবিচার। আদালতে গেছে রাজ্য সরকার। যত দেরী হয় তত ভালো সরকারের। কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আদালত অনেক কিছু দেখে থাকে এবং মন্তব্যও করে থাকে। রাজ কর্মচারীরা পথে আছে এটা কি সুপ্রিম কোর্ট দেখতে পায় নি? এই ছবি কি গণতন্ত্রের জয়গানের বিজ্ঞাপন? আমরা এতো দিন জেনে এসেছি মামলার মূল বিষয় হলো কেন্দ্রীয় হারে ডি এ পাওয়া রাজ্য কর্মচারীদের আইনত অধিকার কিনা? রাজ্যের সবকটা বিচার ব্যবস্থা বলছে হ্যাঁ, তা আইনি অধিকার। সুপ্রিম কোর্ট শুধু বলে দেবে যে এটা অধিকার না সরকারী ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মামলার মূল বিষয় এই একটিই। সেখানে ৪১ হাজার কোটি টাকার প্রসঙ্গ আসতেই যেন বিচারের গুরুত্ব বেড়ে গেল। প্রশ্ন হল টাকার অঙ্কে মামলার গুরুত্ব কি বাড়ে কমে? বঞ্চনার পরিমাণ ১ টাকা হলেও তা বঞ্চনা, আবার ১ কোটি হলেও তা বঞ্চনা। প্রশ্ন হল বঞ্চনা কিনা, সেটা নির্ধারণ করা। আর বঞ্চনা যদি না হয় তাহলে তার পরিমান যতই বাড়ুক তাতে কার কি আসে যায়। রাজ্য সরকারের অনড় মনোভাবই পরিমান বাড়িয়েছে। বিচার করতে যদি আরো এক বছর লাগে তাহলে বকেয়া ডিএ–র পরিমান আরো বাড়বে। এতো সব বুঝেও কোথায় যেন সুপ্রিম কোর্ট ডিএ মামলা প্রসঙ্গে গাছাড়া ভাব দেখছে বলে মনে হয়। কোথায় একটা ধন্দ যেন থেকেই যায়।

দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবিলায় ভরসা হোক বিপর্যয় বীমা

প্রতিরুদ্ধ বাউল

জন্মলগ্ন থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার সঙ্গী। স্বাভাবিকভাবে এরপর পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সে মানব সভ্যতাই হোক বা জীবজগতই হোক সকলকেই দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ব্রহ্মান্ডে এমন কোনো কোনা নেই যেখানে প্রকৃতি তার দুর্যোগকে পৌঁছে দিতে পারে না। যে অদৃশ্য শক্তির বলে অগণিত দুর্যোগ সংগঠিত হয় তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব হিসাবে গর্ব করা মানুষ এখনও অর্জন করতে পারে নি। বরং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি সংবেদনশীলতার দিক থেকে মানুষের ইন্দ্রিয় অন্যান্য জীবের থেকে অনেক পিছিয়ে থাকে। ফলে মানব সভ্যতা যত এগিয়েছে দুর্যোগ ততই বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। কয়েক লক্ষ বছর পৃথিবীর বয়স হয়ে গেলেও আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

মানুষ তাই লক্ষ লক্ষ দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনা করতে শিখেছে। প্রতিটি ঘর থেকে জীবনধারণের খুঁটিনাটি সংগ্রহ করে তথ্যভান্ডার বানিয়েছে। এমনকি গোটা একটি দপ্তর, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত টিম বানিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য। এরা বিপর্যয়ের আগে ও পরে পূর্বাভাস ও ক্ষয়ক্ষতি অনুযায়ী মানুষ ও তার সম্পদ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা বলতেই হবে আগের চেয়ে এখন এরা অনেক বেশি কুশলী এবং সক্রিয়। তবু যারা সুন্দরবন, পাহাড়, নদী, সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী মানুষের খোঁজখবর রাখেন তারা জানেন বিপর্যয়ের ঘা কিছুতেই শুকোতে চায়না এদের জীবনে। কারণ প্রাণ বাঁচলেও গৃহস্থ জীবনে তাদের সীমিত সম্পদের যে ক্ষতি হয় তা কোনো সরকারি বেসরকারি সাহায্যেই পূরণ হয় না। সবচেয়ে বেশি বন্যা। তারপর ঝড়। বাকিদের মধ্যে রয়েছে ভূমিকম্প, সুনামি, ধস সহ অন্যান্য দুর্যোগ। এখন আবহাওয়ার যা গতিপ্রকৃতি তাতে দুর্যোগ আরও বাড়বে বলেই একটা বড় ভরসা বিপর্যয় বীমা। বিদেশে যেখানে ক্ষয়ক্ষতির মাত্র ৫৪% বীমার বাইরে সেখানে ভারতে ৯২%। ২০২০ সালের বন্যায় ৫২ হাজার কোটি টাকার

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

বিপর্যয় তাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যে যে আঘাত হানে সারা জীবন ধরে তার যন্ত্রনা তাঁদের বয়ে বেড়াতে হয়।

স্টেট ব্যাংকের গবেষণা শাখা ইকোব্যাপের সমীক্ষা বলছে ২০০১ সালের পরে বিশ্বে ১০০ কোটি মানুষ বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে এবং প্রাণ হারিয়েছে ৮৫ হাজার মানুষ। ১৯০০ সাল থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিরিখে আমেরিকা ও চিনের পর ভারতের স্থান। ২০০০ সালের মধ্যে ভারতে ঘটেছে ৪০২টি দুর্যোগ। বাকি ৩৬২টি তার পরে। মত বিশেষজ্ঞদের।

তাই দুর্যোগ আসবেই। তাকে সামাল দেওয়াটাই বড় কথা। ভারতের বর্তমান ব্যবস্থায় বিপর্যয় পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি সামলাতে মানুষের একমাত্র ভরসা সরকারি ত্রাণ সাহায্য। আবার ত্রাণ বন্টনের প্রায় পুরোটাই রাজনীতিকদের কব্জায় থাকায় সামান্যই পৌঁছায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থদের হাতে। ফলে বিপর্যয় মানুষের জীবনে ডেকে আনে স্থায়ী অভিশাপ। অথচ অন্যান্য দেশে বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি সামলানোর ক্ষয়ক্ষতি হলেও বীমার আওতায় ছিল মাত্র ১১%। অতএব মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের প্রভাব কমাতে এদেশে নতুন চিন্তা ভাবনা করা দরকার। নিয়মমাফিক মোকাবিলার পরিকল্পনা তৈরী করে তাকে ঠান্ডা ঘরে ফেলে রেখে দেশবাসীর জীবন জীবিকাকে বিপর্যয়ে ক্ষতবিক্ষত করা এবার বন্ধ হোক। ভারতবাসী যেন বিপর্যয়ের পর স্বমহিমায় উঠে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করতে পারে। তাকে যেন কারোর দয়ার পাত্র হয়ে কাটাতে না হয়।

দেশ দেশান্তরে

বৃথা এ শ্রাবনবাণী

প্রণব গুহ

তাপপ্রবাহে পুড়ছে বিশ্ব। ইউরোপ আমেরিকার মত শীতপ্রধান মহাদেশে তাপপ্রবাহে নাজেহাল মানুষ। অষ্টাদশ শতক থেকে এমন গ্রীষ্মকাল নাকি কখনও পায়নি বিশ্ববাসী। রেকর্ড স্পর্শ করছে প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের তাপমাত্রা। এসব তথ্য জানিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। ওয়ার্ল্ড মেট্রেলোজিকাল অর্গানাইজেশনের বিশেষজ্ঞ জন নরিন বলেছেন তীব্র তাপপ্রবাহের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত মানুষের।

এতো গেল বিশ্বের কথা, ভারতের চেহারাটা দেখুন। মরুরাজ্য রাজস্থান ভাসছে আর একসময়ের বৃষ্টিস্নাত সোনার বাংলা ভুগছে বৃষ্টিহীনতায়। আষাঢ় গিয়ে শ্রাবন এল, তবু দেখা নেই বর্ষার। গ্রীষ্মের পরে এসে গেছে শরৎ। মাঝের বর্ষা ঋতুটা কোন জাদুবলে যেন উবে গিয়েছে। গত মে মাসে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন ঠিক সময়ে বর্ষা আসছে। এবার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন তাঁরা। এখন হিসাব কষছেন বর্ষার ঘাটতি কত শতাংশ।

অর্থাৎ যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ আবহাওয়াবিদরা স্রেফ দিশাহারা। ফলে সাধারণ মানুষও বিভ্রান্ত। এতদিন যারা বৃষ্টি আসছে বলে আশায় দিন গুনছিলেন তারা এবার বেশ বুঝতে পারছেন মৌসুমী বায়ুর দফারফা হয়ে গিয়েছে। শত চেষ্টা করেও আর মৌসুমীর এলোমেলো চরিত্র বদলানো প্রায় অসম্ভব। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। অতিবৃষ্টিতে নাজেহাল উত্তরবঙ্গ, অনাবৃষ্টিতে ভুগছে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও ভারতের বর্তমান আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা যতই বিভ্রান্ত হোন না কেন আলিপুর বার্তার নিয়মিত পাঠক জানেন এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবি। কারণ দীর্ঘ সময়ব্যাপী আবহাওয়ার পরিবর্তন নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে আলিপুর বার্তায়। যেখানে ছত্রে ছত্রে মৌসুমীর অপমৃত্যুর আভাস দিয়ে গিয়েছেন ভুবিজ্ঞানী অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৩ সালের ২৫ জুন প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন 'যেভাবে আমরা অবিমৃশ্যকারিতা, ভোটলোলুপতা ও বৈজ্ঞানিক অপচেতনার সঙ্গে মরুর বুকে ক্রমবিস্তারিত সেচের খাল টেনে জল সিঞ্চন করে চলেছি তাতে মৌসুমী বায়ুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।'আজকের অসহ্য আবহাওয়ার কারণ বুঝতে ১৯৮৩ সালের ১৬ জুলাই আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত তাঁর আর একটি প্রবন্ধের অংশ আপনাদের জন্য তুলে দিলাম।

'কলিকাতার স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় নিয়মিত ভারতের দৈনিক আবহাওয়ার চিত্র পুণের আবহকেন্দ্র থেকে নিয়ে ছাপা হয় (দুঃখের বিষয় এখন আর নিয়মিত ছাপা হচ্ছে না)। গভীরভাবে এই চিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে গত কয়েক বছরে নিম্নচাপ কেন্দ্র, যা আগেকার দিনে রাজস্থান–সিন্ধুর মরুভূমি অঞ্চলের ওপরে গঠিত হ'ত তা ক্রমে পূর্ব দিকে সরে এসে উত্তর ভারতের মধ্যাঞ্চলের ওপর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এ বছরে (১৯৮৩) জুন মাস ভোর এবং পরেও বেশী সময়ে এই চিত্রই পাওয়া গেছে। এর প্রধান কারণ যেমন মরুভূমিকে সেচের দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে বৃক্ষ ফসল জাতীয় উদ্ভিদ আচ্ছাদিত করা হচ্ছে, তেমনি মধ্য ভারত অঞ্চলকে পাইকারীরভাবে বন জঙ্গল কেটে বৃক্ষচ্ছায়াহীন শুষ্ক অঞ্চলে পরিণত করা হচ্ছে। উত্তর নেপাল সীমান্তে বিখ্যাত তরাই বনভূমিও আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। মরু অঞ্চলের বাইরে কোন অঞ্চল থেকে স্বাভাবিক বনাচ্ছাদন সরিয়ে ফেললে, সে সব অঞ্চল গ্রীষ্মে অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে– ফলে গ্রীষ্মের নিম্নচাপ অঞ্চলের বিস্তার উত্তর ভারতে বেড়ে চলেছে এবং তার ফলে মৌসুমী বাতাসকে টানার ক্ষমতা ক্রমেই দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে।

একটি গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের প্রভাবে কেন্দ্র হতে দূরবর্তী প্রভাবিত অঞ্চল সর্বাপেক্ষা বেশী বৃষ্টি পায় (যেমন কেরালা, ভারতের পূর্বতম অঞ্চল ও ব্রহ্মদেশ)। ক্রমে নিকটতম অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টি কমতে কমতে একেবারে কেন্দ্রের নিকটতম অঞ্চলে আর বিশেষ বৃষ্টি হয় না। সুতরাং, মরু অঞ্চল থেকে এই কেন্দ্র যতই ভারতের মধ্যাঞ্চলে সরে আসছে ততই পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের অঞ্চলগুলি কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয়ে আসায় সে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও কমে আসছে। অপর পক্ষে গুজরাট, রাজস্থান, দিল্লী ইত্যাদি অঞ্চলগুলি আগের মত কেন্দ্রে বা কেন্দ্র–নিকটে না থেকে কিছুটা বেশী দূরে চলে যাচ্ছে। ফলে সৌরাষ্ট্র, বরোদা, আজমীর, জয়পুর, দিল্লী অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আপাতত আগের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে এবং মধ্য ভারত অঞ্চল শুষ্ক থেকে শুষ্কতর হতে চলেছে। এ বছর গত ১২ই জুন (১৯৮৩) মৌসুমী শুরু হলেও (যদিও আবহ বিভাগের মতে শুরু হয়েছে ২৫শে জুন) জোরালো টান না থাকাতে বর্ষা এখনও পর্যন্ত কোনমতেই জমে উঠছে না। আষাঢ় গেল, রথযাত্রা গেল, কিন্তু শরৎকালের মত নীল আকাশে কেবলমাত্র ছেঁড়া মেঘ। চাষীর দুঃশ্চিন্তা, কি করে আর আমন ধান রুইবে। এদিকে সূর্যের দক্ষিণে যাত্রা (দক্ষিণায়ণ) শুরু হয়ে গেছে।

পর্বত অঞ্চলের উচ্চতায় শীতল হাওয়ার জন্য বাধাপ্রাপ্ত ভিজে বাতাস সঙ্কুচিত হয়ে সেখানে সমভূমি অপেক্ষা অনেকটা বেশি বৃষ্টি করে– এটাকে 'পাহাড়ী বৃষ্টি' (orographic rain) বলা যেতে পারে।

এই পাহাড়ী বৃষ্টি নদীগুলো ধরে 'ঢল' হয়ে নেমে এসে বৃষ্টিহীন সমভূমিতেও বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং, বন্যা হলেই যে খরা হবে না একথা ঠিক নয়। ১৯৮২তে উত্তর ভারতে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, কিন্তু বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরে বিশেষ বৃষ্টি না হওয়ায় ঐতিহাসিক খরাও হ'ল। এ বছর (১৯৮৩) হিমালয় পশ্চিমঘাট ও নীলগিরি পর্বতে মৌসুমীর শুরুতে বেশী পাহাড়ী বৃষ্টি হওয়ায়, সংলগ্ন অনেক সমভূমি অঞ্চলে হঠাৎ বন্যা, (flash flood) দেখা দিয়েছে। শেষের দিকে (আশ্বিনে) আরও দেখা দিতে পারে। কিন্তু সমভূমির যেখানে বন্যা হয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে জল নেমে গেল, পরে সেখানে আর বিশেষ বৃষ্টি না হলে চাষের কোন সুবিধা হবে না। আবার যে সব অঞ্চলে বন্যা হল না, আঞ্চলিকভাবে বৃষ্টিও হল না, সেখানে রইল খরার বিভীষিকা।'

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় আজ এল নিনো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে আবহাওয়াবিদরা আমাদের যা বোঝাতে চাইছেন তার উৎস হল আমাদের কৃতকর্ম। তাই আবহাওয়া আজ ফ্রাঙ্কেস্টাইন, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।

পাঠকের কলমে

অরণ্যে রোদন

পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলা রাজনৈতিক ডামাডোলে এবারের অরণ্য সপ্তাহ বা বনমহোৎসব কোনোটাই সেভাবে পালিত হল না। বনদপ্তর, জেলা সদর কোনো জায়গা থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য বিতরণ হল না গাছের চারা। বনে জঙ্গলে দেখা মিলল না কোনো উৎসবের বরং দেখা দিল গাছ কাটার ছবি। সাধারণ মানুষের মধ্যে বৃক্ষ বিতরণ না হলেও বনদপ্তরের অফিসগুলি থেকে গাছ হাতে বেরোতে দেখা গেছে অনেককে। তবে কি গাছ বিতরণেও লেগেছে কাটমানির পোকা? পরে দেখা যাবে হিসাবের খাতায় বহু চারা বিতরণের তথ্য। বঙ্গের কপালে এখন দুর্নীতির ঘনঘটা। কবে গাছের চারার মুক্তি মিলবে সরকারি কব্জা থেকে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। মাঝখান থেকে মানুষের গাছ লাগাবার প্রবণতায় ঘাটতি হচ্ছে সরকারি প্রশাসনের দুর্বুদ্ধিতায়।

বাবুয়া মাহালি
বাঁকুড়া

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

৯৫ তম আই সি এ আর ফাউন্ডেশন ও টেকনোলজি দিবস

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : কৃষি কাজে অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে ভারত সরকার অধিনস্থ আই সি এ আর। আর এই সংস্থার উদ্যোগে রবিবার জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে ৯৫ তম আই সি এ আর ফাউন্ডেশন ডে ও টেকনোলজি দিবস পালন করা হলো। আমরা সাধারণত জানি সুন্দরবনের কৃষকরা বিভিন্ন চাষের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে। তবে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকরা কৃষি ক্ষেত্রে যতটা এগিয়ে আর্থিকভাবে অনেকটাই কিন্তু পিছিয়ে আছে তাঁরা। আর এই সুন্দরবনের কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষ করে স্বাবলম্বী করতে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভূমিকা অপরিসীম।রবিবার থেকে শুরু হওয়া তিনদিনের আই সি এ আর ফাউন্ডেশন দিবসের রবিবার দিল্লী থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার, মৎস্য প্রাণী সম্পদ ও ডেয়ারি দপ্তরের মন্ত্রী পুরুষোত্তম রুপালা সহ আরো অনেকে।আর এই উপলক্ষে নিমপীঠে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ,নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ডা: চন্দন কুমার মন্ডল সহ আরো অনেকে।এদিন সারা দেশের ৭৩২ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে তিনদিনের এই অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে। সুন্দরবনের কৃষকদের আরও কিছু জানানোর জন্য বিভিন্ন প্রদর্শনী করা হয়েছে।সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার কৃষিজীবী মানুষেরা ও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আই সি আর এর যে যে টেকনোলজি আছে তার মধ্যে ন্যাচারাল ফার্মিংও ড্রোন অন্যতম। বিভিন্ন রকমের জল সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলির পাশাপাশি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন চাষের বিষয়গুলি আজ এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে।

ক্লোন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হবে,জানুন কী এই ক্লোন পদ্ধতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিদিন কৃষি খাতে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে। সম্প্রতি গির জাতের একটি ক্লোন করা গাভী তৈরি করে বিশ্বজুড়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বিজ্ঞানীরা। আসলে, কর্নালের ন্যাশনাল ডেইরি রিসার্চ ইনস্টিটিউট উত্তরাখণ্ড লাইভ স্টক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড দেরাদুনের সহযোগিতায় গির এবং লাল–সিন্ধির মতো গরুর ক্লোনিংয়ের কাজ শুরু করেছে। ২০২১ সালে এর কাজ শুরু হয়। ১৬ মার্চ, বিজ্ঞানীরা গির জাতের একটি ক্লোন বাছুরের

জন্ম দিতে সক্ষম হন। তবে তাঁরা সাহিওয়াল ও লাল–সিন্ধি জাতের গরু ক্লোন করতে পারেনি। এখন প্রশ্ন উঠেছে এই ক্লোন প্রযুক্তি থেকে কৃষক ও দুগ্ধ খামারীরা কীভাবে উপকৃত হবেন। তো চলুন জেনে নিই।

ক্লোনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে এক জীব থেকে অন্য জীব প্রস্তুত করা হয়। ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট জীবগুলো হুবহু মূল জীবের মতো। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না ।ক্লোন প্রযুক্তির সাহায্যে গির জাতের ক্লোন করা গাভী প্রস্তুত করতে বিজ্ঞানীদের প্রায় দুই বছর সময় লেগেছে বলে জানা গেছে ।এ সময় তাঁদের অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রথমে শুরু হয় মহিষের ক্লোনিং। পরে, বিজ্ঞানীরা একটি গরুর ক্লোন করার সিদ্ধান্ত নেন।

কিভাবে ক্লোনিং করা হয় ?

সংবাদ সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে ক্লোন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাণী তৈরি করতে সোমাটিক কোষের প্রয়োজন হয়।গির গরুর ক্লোন করার জন্য, বিজ্ঞানীদের প্রথমে গরুর শরীর থেকে সোমাটিক কোষ বের করে ল্যাবে কালচার করতে হয়েছিল। এর পর প্রাণী থেকে ডিম্বাণু আলাদা করা হয়। যার জন্য একটি সুই প্রয়োজন ছিল। এরপর কোষ ও ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ তৈরি হয়। যা প্রায় এক সপ্তাহ সময় নেয়। এর পরে, উন্নত ভ্রূণটিকে সারোগেট মাদার (গরু) ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। নয় মাস পর গির গাভীর একটি ক্লোন বাছুর জন্ম নেয়।

দুগ্ধ খামারের সুবিধা

ক্লোন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুগ্ধ খামারকে অনেকাংশে উন্নীত করা যাবে। এই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত জাতের পশু উৎপাদনে সাফল্য পাওয়া যাবে। যা দুধ উৎপাদনেও প্রভাব ফেলবে। যা বিক্রি করে কৃষকরা তাদের আয় বাড়াতে পারবে।জানিয়ে রাখি, বিজ্ঞানীদের তৈরি গরুর জাতটি প্রতিদিন ১৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দিচ্ছে। একইভাবে, ক্লোন প্রযুক্তি আগামী দিনে কৃষকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।

বিজেপির বিডিও ঘেরাও

ক্যানিং–১

বিষ্ণুপর–২

সাগর

বঙ্গে কাদের লাভ?

প্রথম পাতার পর

নিন্দুকেরা বলছেন,ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম নেত্রী মমতা ব্যানার্জী নাকি বকলমে মোদীর প্রতিনিধি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবং সিপিএমকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন মমতা। সম্প্রতি পঞ্চায়েত ভোট পর্বে যভাবে কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী, সিপিএমের মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তীরা যেভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তারা কিভাবে এই জোটে সামিল হবে। সাধারণ কর্মীরা তো বিরুক্ত হয়ে তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে বিজেপিকেই বেছে নেবে। আবার দেখুন ইন্ডিয়া জোটে মোদীর বিরুদ্ধে কিন্তু মিম বা আইএসএফএফকে সামিল হতে দেখা যায়নি। লোকসভা ভোটে তারা যদি পৃথক প্রার্থী দেয় তাহলে সংখ্যালঘু ভোট আরো কমবে তৃণমূলের। আর হিন্দু ভোট ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপিকে সমৃদ্ধ করবে। তাহলে কি তলে তলে 'মোদী–দিদি সেটিং' তত্ত্ব একাবারেই খারিজ করা যাবে না। ইণ্ডিয়া জোট কি বঙ্গে বিজেপিকেই লাভবান করবে? ২০২৪ সালে দিল্লির মসনদে আবারও নরেন্দ্র মোদীর জয়জয়কার শুধু কি সময়ের অপেক্ষা? আর ২০২৬ সালে আবার রাজ্যে তৃণমূলই থেকে যাবে স্বমহিমায়। আর ধামা চাপা পড়ে যাবে বিভিন্ন দুর্নীতির মামলার আসল মাথা খোঁজার তদন্ত? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আগামী দিনের অপেক্ষায় আমাদের থাকতে হবে।

নেচারস্টাডি সেন্টারের অরণ্য সপ্তাহ পালন

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবছরও সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে চারাগাছ বিতরণ ও বৃক্ষরোপণসহ একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করে বজবজ মহেশতলা নেচারস্টাডি সেন্টার (সদস্য সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ) ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ (বজবজ–মহেশতলা –পূজালী বিজ্ঞান কেন্দ্র)। ১৪ জুলাই সকালে বজবজ ভারত পেট্রোলিয়ামের সহযোগিতায় বজবজ গঙ্গার পাড় বরাবর বৃক্ষরোপণ করা হয়। এছাড়াও সাধারণ মানুষকে চারাগাছ বিতরণ ও প্লাস্টিক দূষণ রোধ করার জন্য কাপড়ের ব্যাগ বিলি করা হয়। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে বৃক্ষরোপণ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নয়াচক হাইস্কুল, বজবজ এ্যাবে

হাইস্কুল, দেশবন্ধু পল্লী সেবা সংঘ, সন্তোষকুমারী শিক্ষানিকেতন (মায়াপুর বজবজ) প্রভৃতি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। ১৬ জুলাই পূজালি আছিপুর চিনেম্যান তলায় চারাগাছ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূজালী পৌরসভার পৌরপিতা মাননীয় আমরুল সাঁপুই ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ঐদিন বিকালে সত্য সাঁই মহেশতলা সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে বেথুয়াবাটি আশ্রম সংলগ্ন অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়িত হয়। সংগঠনের সম্পাদক জয়দেব দাস, অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে সকলকে একটি করে গাছ সংগ্রহ করে তাকে সন্তানসম পালনের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দূষণমুক্ত সবুজ পরিবেশ উপহারের বার্তা দেন।

দারিদ্র দূরীকরণ ও পরিবেশ বাঁচাও কর্মসূচি

প্রথম পাতার পর

এই কর্মসূচির সূচনা পর্বে মাহালিপাড়ায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, সদস্য সঞ্জীব মুখার্জী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট–এর কিউরেটর দীপক কুমার বড়পন্ডা, সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট সৌমেন গাঙ্গুলি, বাঁকুড়া জেলা এসসি এসটি ফিনান্সশিয়াল কর্পোরেশনের আধিকারিক বিধান রায়, আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির স্বপন চক্রবর্তী, অসিত মণ্ডল, ঝর্ণা মন্ডল এবং মাহালি পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা।

দীপককুমার বড়পন্ডা সম্পূর্ণ উদ্যোগটি গ্রামের সকলকে বুঝিয়ে বলেন। প্রণব গুহ সকল পরিবারের হাতে পুষ্টিবাগানের বীজ তুলে দেন এবং আদিবাসী পরিবারের দারিদ্র দূরীকরণে সমিতির পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সাহায্যের আশ্বাস দেন। স্বপন চক্রবর্তী পুষ্টিবাগানে কীভাবে বীজ পুঁততে হবে, পরিচর্যা করতে হবে তা সকলকে বুঝিয়ে বলেন। বীজ বপন শুরু হয়। এরপর গ্রামবাসী ও উপস্থিত সকলে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য সমগ্র বাগডিয়া গ্রামটি পরিক্রমা করেন। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন নব নির্বাচিত গ্রাম সদস্য অর্চনা হাঁসদাও।

সামিমা সেখ এবার কী সভাধিপতি হতে পারেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত টানা তিনবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়ে সামিমা সেখ হ্যাট্রিক করেছিলেন। এবারের ত্রিস্তর নির্বাচনে জেলা পরিষদের ৬৭ নম্বর আসনে ২৫৪৫০ ভোটে জয় লাভ করেছেন সামিমা সেখ। জয়ের আগেও যেমন বিবিরহাটের তাঁর বাসভবনে মানুষের ঢল থাকত, এখনও সেই ঢল স্বাভাবিক আছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর বাসভবনে গিয়ে চোখে পড়ল

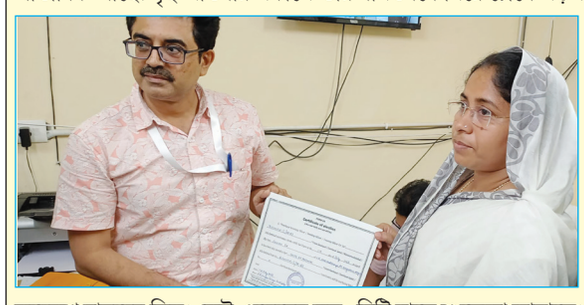

কয়েকশ মানুষের ভিড়। কেউ এসেছেন ফুল–মিষ্টি হাতে শুভেচ্ছা জানাতে। আবার কেউ এসেছেন সমস্যা সমাধানের জন্য। কেউ এসেছেন আর্থিক সাহায্য চাইতে। কাউকেই নিরাশ করছেন না সামিমা সেখ। সকলের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলছেন। অনেকেরই প্রশ্ন সামিমা সেখ কি চতুর্থ বারের জন্য সভাধিপতি হচ্ছেন? বাস্তব বলছে সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদটি এসসি মহিলার জন্য সংরক্ষিত। তাহলে তিনি কি সহকারী সভাধিপতি হচ্ছেন? সেটাই মনে হয় হতে চলেছে। কারণ সভাধিপতি পদ থেকে কেউ কর্মাধ্যক্ষ হলে সেটা খুবই বেমানান লাগে। সূত্রের খবর ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাক্তন সভাধিপতিকে সহকারী সভাধিপতি পদে বসিয়ে তাঁকে দিয়ে নব্য সভাধিপতিকে পরিচালনা করা হতে পারে। পরবর্তী সময়ে তাঁকে অন্য কোনো বৃহত্তর ক্ষেত্রে তুলে আনতে পারে দল। তবে যাঁকে নিয়ে এতো কৌতূহল–আলোচনা, সেই সামিমা সেখ কিন্তু এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। তিনি হাসি মুখে বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোনো মতামত নেই। দল যা দায়িত্ব দেবে, সেটাই মেনে নেব।

কার্তুজ পাচারের চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

সুযোগ বুঝে, একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে কার্তুজগুলি নিয়ে কাঁটাতার পেরোনোর সময় কার্তুজগুলি ছড়িয়ে পড়ায়, তারা বিএসএফের ভয়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। সিসি টিভির ফুটেজে দেখে বিএসএফের একটি তল্লাশি দল তাদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী দুই পাচারকারীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ আরও ৯৯টি কার্তুজ উদ্ধার করে এবং এই ঘটনায় আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের নাম শাহজাহান সর্দার, জীবন কর ও তাপস খাঁ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অর্ক পাঁজা জানান, 'ধৃত তিনজনের মধ্যে তাপস খাঁকে তিন দিন পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়।

বাংলায় যখন নিত্য সংঘর্ষে পুলিশ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার ও তার উৎস খুঁজতে ব্যর্থ তখন পেট্রাপোলের এই ঘটনা দেখিয়ে দিল এপার–ওপারে অস্ত্র পাচার চক্র আজও সমান সক্রিয়। কাঁটাতারহীন সীমান্তে বিএসএফ ও পুলিশকে স্রেফ বোকা বানাচ্ছে পাচারকারিরা। তার বিরুদ্ধে প্রকৃত ব্যবস্থা না নিয়ে নিজেদের মধ্যে আকচাআকচিতে ব্যস্ত রাজনীতিকরা। ফল বন্দুক, গুলি, প্রাণহানি।

মিলেট মেলা ও পরিবেশ বাঁচানোর কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ জুলাই ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং বজবজ–২ ব্লকের কালীনগর সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় মিলেটস্ ফুড মেলা অনুষ্ঠিত হল। প্রায় ৫০০ জন গ্রামীণ পুরুষ ও মহিলা এই কর্মসূচিতে যোগদান করেন। দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর ভাতের বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের বিকল্প হিসাবে জোয়ার, বাজরা, রাগির উপকারিতা তুলে ধরেন। গ্রামের মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার নিয়ে আসেন। বিচারকরা সেই খাবার খেয়ে খুশি হন। বিচারে চার মহিলাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। মিলেটস্ ফুডের উপকারিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আশিস রায়, কামিনী কুমার গুছাইত এবং অধ্যাপক আদিত্য দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেখ বাপী, শিখা

রায়, অলোক পাত্র, তপতী রায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়। ১৬ জুন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ বাঁচানোর কর্মসূচি 'মিশন ফর লাইফ স্টাইল এনভায়রনমেন্ট' রূপায়িত হয় কালীনগর গ্রামে।

বাজার খোলার প্রস্তুতি

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে শাসক জোটও পিছিয়ে নেই। এতদিন শরিকদের পাত্তা না দিয়ে এখন মনে হয়েছে জোটের কথা। লক্ষ্য সবাইকে ধরে রাখা যাতে অন্য কোম্পানিতে কেউ চলে না যায়। কায়দা করে এমনভাবে দুই জোটের প্রচার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যা দেখে মনে হবে ভোটের মার্কেটে এই দুই কোম্পানি ছাড়া কেউ নেই। মনে যে জিনিস কেনার বাসনা থাকুকনা কেন যেতে হবে এদের যে কোনোটিতেই।

এই বাইনারি পলিটিক্স এবার ধরে ফেলেছেন বাংলার বুদ্ধিজীবীরা। এতদিন মানুষের এত দুঃখ কষ্ট দেখেও চুপ করে থেকে এখন সব দলের সমালোচনা করে নেমে পড়েছেন মাঠে। তাঁরাও হয়ত ভোট বাজারে একটা দোকান খুলতে চান। কিন্তু এদের তো আমরা চিনে ফেলেছি। আজ প্রতিবাদের ভাষা ছড়াচ্ছেন, কাল হয়তো কোনো ডাকে সাড়া দিয়ে ফেলবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চেনা যায়। কিন্তু এইসব বুদ্ধিজীবীদের চেনা দায়। পরিবর্তনের কাণ্ডারী হয়ে মাছ–মাংস খেয়ে মুখ মুছে এখন সাধু সাজছেন। বাম আমলেও এরা ছিলেন, এখনও আছেন। মানুষের কাছে তবু এরা একপেশে বলে পরিচিত হয়ে রয়েছেন। অতএব মান সম্মান খুইয়ে ফেলা সাধারণ মানুষের সব দোকানের বাইরে একজোট হওয়ার বড় প্রয়োজন। গণতন্ত্রের পথে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট বিরাট গর্ত। আজকে যারা জোট কোম্পানি করতে ব্যস্ত তাদের কাছে পঞ্চায়েতের ৫২টি প্রাণের কোনো দাম নেই। আগামী দিনে তাই সাবধানে পা ফেলতে হবে। আমরা যে আর কোনো ভারতবাসীকে ভোটের বাজারের ভিড়ে অকালে হারাতে চাই না। মানুষের এই চাওয়াকে কি পাওয়াতে বদলে দিতে পারবে কোনও তৃতীয় ফ্রন্ট? সেই আশাতেই দিন গুনছি আমরা।

ফুল ও মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতনিধি : গত ১৯ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর–২ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সোমশুভ্র মুখার্জীকে বিজেপির পক্ষ থেকে গোলাপ ফুল ও মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বিডিও কার্যালয়ের সকল আধিকারিক ও কর্মচারীদেরও মিষ্টি দেওয়া হয়। ভাবছেন বিষ্ণুপুর–২ ব্লকে বিজেপি খুব ভালো ফলাফল করেছে? না না এমন ভাবনার অবকাশ নেই। বিজেপির ব্লক কনভেনর অখিল মান্না জানালেন ভোট গণনার দিন বিদ্যানগর কলেজে অনেক কষ্টে আমাদের এজেন্ট ঢুকতে পেরেছিল। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এজেন্টদের বের করে দেয়। প্রশাসন ছিল নির্বিকার। আমরা তাই ব্লক প্রশাসনকে ফুল ও মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানালাম। বিডিও অসুস্থ থাকায় জয়েন্ট বিডিও সোমশুভ্র মুখার্জীর হাতে ফুল মিষ্টি তুলে দিলাম। যাদের মদতে এই অগণতান্ত্রিক কাজ ব্লক প্রশাসন করেছে তাদেরও মিষ্টি দেওয়ার কথা বলেছি। বিষ্ণুপুর–২ ব্লকে এমন ছবি যেন আর দেখা না যায়। সূত্রের খবর জয়েন্ট বিডিও মিষ্টি খেয়েছেন এবং ফুলও নিয়েছেন। তবে কোনো মন্তব্য করেননি। ৪৫ জনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন মণ্ডল সভাপতি পিন্টু সিং, সাতগাছিয়া–২ মণ্ডলের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঝর্ণা চ্যাটার্জী। সমিতির প্রার্থী অনিমা মান্না, প্রসেনজিৎ দাস, বুবাই খাটা প্রমুখ।

খুন হওয়ার আশঙ্কায়

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ গত ২০২২ সালের ১৫ অক্টোবর বিবাদীগণ বোমা,বন্দুক নিয়ে বেধড়ক মারধর করে মেরে ফেলার চেষ্টা করে বৃদ্ধকে। এমন কি তাঁর বাড়িঘর লুঠপাট করে পুকুরে বিষ দিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রাণের ভয়ে সেই থেকেই বাড়ি ছাড়া হয়ে রয়েছেন বলে দাবী করছেন বৃদ্ধ'র। ষ্টেশনে কখনও মুড়ি, কখনও বা একমুঠো ভাত খেয়ে প্রায় এক বছর কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বৃদ্ধ পূর্ণশশী'র দাবী, আমি বাড়িতে গেলে প্রথমে ভালো বলবে। পরে মেরে ফেলবে ওরা। বরং ক্যানিং ষ্টেশন অনেক নিরাপদ। জিআরপি পুলিশ রয়েছে,ওরা কিছু করতে পারবে না।থানার পুলিশ কোন কাজ করছে না।যার ফলে দুষ্কৃতিরা সাহস পাচ্ছে। পুলিশ অভিযুক্তদের ধরে শাস্তি দিক। পাশাপাশি নিরাপত্তা দিলে বাড়িতে ফিরতে পারবো।না হলে খুন হতে হবে।'

এখন দেখার পুলিশ নিরাপদ ভাবে ওই বৃদ্ধকে বাড়িতে পৌঁছে দেয় কি না।সেই অপেক্ষায় চাতকের মতো তাকিয়ে অশিতিপর বৃদ্ধ।

জমছে আবর্জনার পাহাড়

প্রথম পাতার পর

চারিদিক দুর্গন্ধে ভরে গিয়েছে। পথচারীদের নাকে রুমাল দিয়ে যেতে হচ্ছে। এ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রতিদিন রোগীর পরিজনরা বাজে কটু কথা শোনাচ্ছেন। এই হাসপাতালটি ৪ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে।

স্থানীয় গৃহবধূ সোমা চক্রবর্তী বলেন, আমাদের বাড়ি হাসপাতালে সামনেই। তিন মাস হয়ে গেল কেউ ওই ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে আসছে না। দুর্গন্ধে আমরা ঘরে টিকতে পারছি না, জানালাও খুলতে পারছিনা। ঘরে বয়স্ক অসুস্থ মানুষ আছেন। তাদের শরীর আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে পোকামাকড় ঢুকছে। নিয়মিত পরিষ্কার না করার জন্যই এই দুরবস্থা। আরো এক প্রতিবেশী সরস্বতী জানা বলেন, এই আবর্জনা পড়ে থাকায় খুব সমস্যা হচ্ছে। কবে পরিষ্কার হবে কেউ জানে না। পুরসভা নিয়মিত পরিষ্কার করে না। ক্যানিং থেকে আসা এক রোগীর আত্মীয় বলেন, হাসপাতালে রোগী চিকিৎসা করতে আসে সুস্থ হওয়ার জন্য। কিন্তু গেট দিয়ে ঢোকার মুখে আবর্জনার পাহাড় ও দুর্গন্ধের কারণে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন রোগীরা। দুর্গন্ধে হাসপাতালের আশে পাশের বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, এক সপ্তাহের মধ্যে আবর্জনার স্তূপ যদি না সরানো হয়, তাহলে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে বারুইপুর রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হব।

অভিষেক গড়ে শুভেন্দুর হুঙ্কার

প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের নেতাদের বেলট লুট, বিরোধী দলের উপর আক্রমণ করে সার্টিফিকেট কেড়ে নেওয়া, সহ বিভিন্ন অত্যাচারের সহযোগিতা করেছে প্রত্যেকটি ব্লকের বিডিও, তাই বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নির্দেশে সারা আজ রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে শুরু হয় বিডিও অফিসে ডেপুটেশন আজ কর্মসূচি । দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে সেই মতো ডেপুটেশন জমা দিতে আসেন গঙ্গাসাগরের বিজেপি নেতৃত্ব বিজেপি নেতৃত্ব ও সমর্থকরা। ডেপুটেশন দিতে সংঘবদ্ধ ভাবে গেলে ১৪৪ ধারা থাকার জন্য পুলিশ বাধা দেয়, শুরু হয়ে যায় পুলিশের সঙ্গে বিজেপি নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তি, আহত হন কয়েকজন মহিলা বিজেপি সমর্থক। তাদেরকে সাগর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের অভিযোগ তাদের হাতে লাঠি মেরেছে পুলিশ।

মহানগরে

বেহালা গার্লসে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা গার্লস হাই স্কুলে ১২ জুলাই আয়োজিত হলো জিনঘটিত বংশগত রোগ থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচি। যার আয়োজক ছিল 'রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা সাউথ সুবার্বান'। এই রোগ সম্বন্ধে ছাত্রীদের বিবিধ প্রশ্নোত্তর এবং নিজেদের ও নিকট পরিজনদের এই রোগের কিছু সতর্কীকরণ প্রসঙ্গ এই কর্মসূচিতে তুলে ধরেন বিশিষ্ট চিকিৎসক রোটারিয়ান ড. রামেন্দু হোমচৌধুরি। দুই অর্ধের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 'ইনার হইল ক্লাব' ও রোটারিয়ান ব্যক্তিত্বদের শিক্ষার্থীরা স্বাগত জানানোর পাশাপাশি এই সমাজ কল্যাণ সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য রোটারি ক্লাবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা ড. কাবেরী চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষার অঙ্গনে এই ধরনের একটি মারণ রোগ প্রতিরোধের জন্য এই মহৎ উদ্যোগ বেশ প্রশংসার দাবী রাখে। মূলত থ্যালাসেমিয়া রোগীদের অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থাকার জন্য তারা অক্সিজেন বহন করতে পারে না, যেটা এই রোগের জটিলতা। কিন্তু এটা সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ নয়। যখন কোনও একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক আর একজন থ্যালাসেমিয়া বাহককে বিয়ে করেন তখনই তাদের সন্তানদের মধ্যে থ্যালাসেমিয়ায় রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া কোনও অসুখই নয়। থ্যালাসেমিয়া বাহকরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। প্রাক্ বিবাহ বা যে কোনও বয়সেই থ্যালাসেমিয়া রক্ত পরীক্ষা করা যায়। শুধুমাত্র যে দু'টি কারণে রক্ত পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, সেগুলি হল, বিবাহের সন্ধিক্ষণে। বিবাহ পরবর্তী সন্তানধারণের পূর্বে। তবে সবচেয়ে ভালো ছাত্রাবস্থায় ওই পরীক্ষা করানো। দু'জন থ্যালাসেমিয়া বাহকের মধ্যে বিয়ে না হলেই তবে পরবর্তী প্রজন্মকে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত রাখা যায়। আর থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ধারণের জন্যেই একমাত্র প্রয়োজন রক্ত পরীক্ষার। মনে রাখতে হবে স্বাভাবিক সন্তানের সঙ্গে থ্যালাসেমিয়া বাহক সন্তানের মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই। উভয়ই সুস্থ স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করবে এবং একজন সুস্থ মানুষের সঙ্গে একজন থ্যালাসেমিয়া বাহকের বিবাহেরও কোনও সমস্যা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখন রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কলকাতাস্থিত পাঁচটি এবং উত্তরবঙ্গের দু'টিসহ জেলার আরও চারটি হাসপাতালে সহজেই রক্তপরীক্ষা করে থ্যালাসেমিয়া–বাহক কি না জানা যায়। কলকাতার হাসপাতাল গুলি হল – কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণস্থিত ইন্সটিটিউট অব্ হিম্যাটোলজি অ্যান্ড ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের হিম্যাটোলজি বিভাগ, আই পি জি এম আর/এস এস কে এম হাসপাতাল, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। মনে রাখতে হবে, সকলের সচেতনতাই থ্যালাসেমিয়া রোগের কবল থেকে আগামী প্রজন্মকে মুক্ত করতে পারবে।

ওয়ার্ডে পথকুকুরের দৌরাত্ম্য বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার বড়বাজার এলাকার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ৩২টি রাস্তার প্রায় প্রতিটিতে পথকুকুরের সংখ্যা অতিরিক্ত রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে রাস্তার পথচারীদের কামড়ে দিচ্ছে এবং ওয়ার্ডের মূল রাস্তা (কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ডা. রামমনোহর লোহিয়া সরণি, দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিট, জগমোহন মল্লিক লেন প্রভৃতি) এবং গলি– তস্য গলি, লেন–বাইলেন পথগুলি ভীষণ নোংবা করছে বলে অভিযোগ করেন বরিষ্ঠ স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি প্রাক্তন উপমহানাগরিক মীনাদেবী পুরোহিত। তিনি পৌর স্বাস্থ্য দফতরের কাছে জানতে চান এই ২২ নম্বর ওয়ার্ডে পথকুকুরদের জলাতঙ্ক রোগের টিকা দেওয়া ব্যবস্থা অনেকদিন যাবৎ হয়নি। আবার কবে হবে? উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার উপ–মহানাগরিক পৌর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, পথকুকুরের নির্বীজকরণ কর্মসূচি কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর সারা বছর ধরে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ড করে থাকে। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে এই ধরনের কর্মসূচি আগেও হয়েছে। আগামী দিনে আবার হবে। কিন্তু ওই ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ জায়গায় দোকানপাট–বাজার তৎসংলগ্ন ওয়ার্ডটিতে দিনেরবেলা অলি–গলি লেন–বাইলেনে অগুনতি মানুষের যাতায়াতের কারণে পথকুকুরদের ধরার বিষয়টিকে জটিল ও কঠিন করে তুলেছে। তবুও জানাই আগামীদিনে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা আগে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে পথকুকুর ধরা ও জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধের টিকাকরণের সঙ্গে নির্বীজকরণের ব্যবস্থা করা হবে।

কলকাতা পৌরসংস্থায় কোনো আর্কিটেক্ট নেই, মেনে নিলেন মেয়র

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার মতো ঐতিহ্যবাহী একটি পৌরপ্রতিষ্ঠানে কোনও স্থপতি নেই কেন? এ প্রশ্ন তুলেছেন কলকাতা পৌরসংস্থারই ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সিএবি'র(ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল) প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ দে। বিশ্বরূপবাবু বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার ইতিহাসে একদা 'সিটি আর্কিটেক্ট ডিপার্টমেন্ট' বর্তমানে 'বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে' রূপান্তরিত হয়েছে আর সেখানেই গত প্রায় ২৫ বছরে কোনও 'আর্কিটেক্ট' নিয়োগ হয়নি। এর কারণ কী? 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ার' এবং 'আর্কিটেক্ট' দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়, তাসত্ত্বেও কলকাতা পৌরসংস্থার বাড়ির নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে 'আর্কিটেকচুয়াল পার্ট' সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হচ্ছে, আর যার ফলে কোনও অঘটন ঘটলে তার দায়–দায়িত্ব আইনানুসারে কার? সে প্রশ্নও তিনি তুলেছেন।

এপ্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক পৌর বিল্ডিং দফতর মেয়র পারিষদ ফিরহাদ হাকিম বলেন, সাম্প্রতিক কালে ডিজি পদাধিকারী দেবাশিস কর ও অনিন্দ্য কারফর্মা অবসর গ্রহণের পর এই মুহূর্তে কলকাতা পৌরসংস্থায় আর্কিটেক্ট ডিগ্রিধারী কোনও পদাধিকারী ব্যক্তি নেই। এবং তবে আর্কিটেক্ট পদে নতুন নিয়োগে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরে আলোচনা চলছে। কলকাতা পৌরসংস্থায় আর্কিটেক্ট ডিগ্রিধারী পদাধিকারী থাকার কারণে এতোদিন পর্যন্ত আর্কিটেক্ট নিয়োগের বিষয়টি অনুভব করিনি। তবে বর্তমান রাজ্যের পৌর দফতর উদ্যোগী হয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং রুল,২০০৯ – এর ৪৭ নম্বর রুল অনুযায়ী বাড়ির প্ল্যান অনুমোদনের জন্য নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ বাধ্যতামূলক। এই নির্মাণ বিশেষজ্ঞরা হলেন এলবিএস(লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার) আর্কিটেক্ট, টিএসআর। বাড়ির উচ্চতা অনুসারে এই নির্মাণ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। এলবিএস'দের ক্ষেত্রে ১৫.৫ মিটার আর আর্কিটেক্টরা যেকোনও উচ্চতার বাড়ি নির্মাণের ক্ষমতা রাখে। টিএসআরদের ১০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বাড়ি নির্মাণের ক্ষমতা আছে। একটা চারতলা বাড়ির উচ্চতা ১২.৫ মিটার।

আসলে প্রাক্তন আধিকারিক দেবাশিস কর ও অনিন্দ্য কারফর্মারা অত্যন্ত দক্ষ আর্কিটেক্ট ছিলেন। আর এখন যেহেতু এটা এলবিএস'রা করে দিচ্ছে তাই আর্কিটেক্টদের আর প্রয়োজন পড়ছে না। যদিও কলকাতা পৌরসংস্থার জুনিয়ার স্তরের যেসমস্ত ইঞ্জিনিয়ার আছেন তাদের অনেকেই আর্কিটেক্ট ডিগ্রিধারী আছেন। তবে ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্তরের কোনও আর্কিটেক্ট যাতে পাওয়া যায় তার জন্য আমি রাজ্য সরকারকে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছি।

চ্যারিটেবল ট্রাস্টে ডিমান্ড নোটিশ কলকাতা পৌরসংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার বড়োবাজার এলাকার ২২ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত এক চ্যারিটেবল ট্রাস্টকে কলকাতা পৌরসংস্থার 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট' থেকে ৭২,৪৩২ টাকার ডিমান্ড নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ওই নোটিশে এটাও বলা হয়েছে এই টাকা জমা করার পর তবেই পুষ্পাঞ্জলী নামক এই সংস্থার ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হবে। ৭২, নলিনী শেঠ রোড, কলকাতা – ৭ স্থিত এই সমাজসেবী সংস্থাটি ন্যূনতম বা কখনও বিনামূল্যে নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকে। এই সংস্থার দু'টি ট্রেড লাইসেন্স আছে। প্রথমটিতে গত বছর কলকাতা পৌরসংস্থার ট্রেড লাইসেন্স ফিজ হিসেবে ৬,৫৫০ টাকা এবং দ্বিতীয়টিতে ট্রেড লাইসেন্স ফিজ হিসেবে ৫,৫৫০ টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতেও কলকাতা পৌরসংস্থার ওই জঞ্জাল অপসারণ দফতর থেকে ১৬,৭৮২ টাকা ডিমান্ড নোটিশ পাঠিয়েছে। সেখানেও একই কথা বলা হয়েছে এই ১৬,৮৭২ টাকা জমা করার পর তবেই ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হবে। যদিও ওই সংস্থার 'বায়োলজিক্যাল ডাস্ট' হাওড়ার এক বেসরকারি এজেন্সি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কলকাতা পৌরসংস্থার এসডব্লুএম ডিপার্টমেন্টের কোনও ভূমিকাই নেই। এখানেই প্রশ্ন উঠছে এসব সত্ত্বেও এই 'চ্যারিটেবল ট্রাস্টে'র ক্ষেত্রে এতো টাকা ডিমান্ড নোটিশ পাঠানো হল কেন?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, যে যত আবর্জনা উৎপাদন করবে তার ওপরে তাকে কলকাতা পৌরসংস্থাকে চার্জ দিতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থায় বিভিন্ন জায়গায় কর হার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাতে কোথাও যদি কারোর অসুবিধা মনে হয়, কারও যদি মনে হয় আমরা অতোটা ওয়েস্ট জেনারেট করি না তারা কেস টু কেস আমাদের আবেদন করলে মহানাগরিকের তৈরি করে দেওয়া এক কমিটি দেখে নেবে কতটা ওয়েস্ট জেনারেট করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী পৌরসংস্থাকে কর দিতে হবে। দেবব্রত মজুমদার আরও জানান, এর আগেও বিভিন্ন ট্রেড বডি তাঁর ও মেয়রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পৌরভবনে এসে দেখা করেছে। তাদের প্রত্যেককে বলা হয়েছে, কাউকে চাপ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যারা কলকাতায় ওয়েস্ট জেনারেট করছে এবং যাদের ক্ষমতা আছে তাদের ওয়েস্ট অপসারণ চার্জেস দিতেই হবে।

তিনি আরও বলেন, যে 'গাইড লাইন অফ ম্যানেজমেন্ট অফ হেলথ কেয়ার ওয়েস্ট অ্যাস পার বায়ো–মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট – ২০২২' –এ এই রুলটা সারা ভারতেই একইরূপে চালু আছে।

ফের ভুয়ো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে বড়োসড়ো প্রশ্নের মুখে পড়লেন নিরাপত্তায় থাকা পুলিশ প্রশাসন। ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের মেগা সমাবেশের দিনেই হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটের ঢোকার মুখে এক সন্দেহজনক গাড়ি আটক করে পুলিশ। সেই গাড়ি থেকে ভোজালি, মাদক সহ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। গাড়িতে ছিল বিএসএফ এবং পুলিশের ভুয়ো পরিচয় নিয়ে নূর আলি নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু পুলিশ লেখা গাড়ি দেখে পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করে গ্রেফতার করে কালীঘাট থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে, সেখ নূর আলি পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা তবে সে নূর আলম নামেও পরিচিত। গাড়ি থেকে পুলিশের টুপি বেল্টও উদ্ধার হয়েছে। পঞ্চান্নগ্রাম এলাকায় তার অন্দর সজ্জার দোকান রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সে কেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে জানিয়েছেন নগরপাল বিনিত গোয়েল। পুলিশ লেখা গাড়িতে ভুয়ো ব্যক্তিদের জন্যই কলকাতার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

লেন্স বার্তা

ঘুম নেই : গভীর রাতে হাওড়া স্টেশনে বিকিকিনি। বেশিরভাগই বিক্রেতা ষাটোর্দ্ধ মহিলা। ছবি : পুলক বড়পণ্ডা

বিশের জট : একুশের একদিন আগে থেকেই রাস্তাঘাটে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ছবি অভিজিৎ কর

একুশের জমায়েত : তৃণমূলের শহিদ দিবসে ধর্মতলায় ভিড় বাংলার মানুষের। ছবি : অরুণ লোধ

শ্রাবণ গোধূলি :কলকাতার গঙ্গায় নামছে গোধূলি, সূর্য যাচ্ছে পাটে। ছবি : অরুণ লোধ

কর্মশালা : ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসকাল ইনস্টিটিউট ও লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ ইউনিট যৌথভাবে এক কর্মশালার আয়োজন করে। বিষয় ছিল অ্যাফাশিয়া ইন সাউথ এশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস।

জানা–অজানা সফরে

ঘুরে আসুন তারাপীঠের অদূরে মলুটী গ্রামের মৌলিক্ষা মন্দিরে

মন্দিরময় মলুটী ও মৌলীক্ষা মায়ের অলৌকিক মহিমা

এক সময়ের বিস্ময়কর সৃষ্টি বিখ্যাত টেরাকোটা কাজে ভরা মন্দিরময় গ্রাম মলুটী। আজ কালের অবক্ষয়ে ১০৮ মন্দির থেকে ৭২টি মন্দিরে এসে ঠেকেছে। অধিকাংশ মন্দিরে টেরাকোটা কাজে ভরা। মন্দিরে মুখ্য প্যানেলে টেরাকোটা কাজের মধ্যে রামরাবণের যুদ্ধ, মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি, রামায়ণ–মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা ও কিছু আঞ্চলিক সাম্রাজ্যের কলাচিত্র ও খুব সুন্দরভাবে টেরাকোটা কার্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে, যা আজও বিস্ময়কর ও নতুন লাগে। ৭২টি মন্দিরের মধ্যে ৩০টি মন্দির টেরাকোটা কাজে ভরা।

কুনাল মালিক

তারাপীঠে অনেকেই আসেন তারামার মন্দিরে পূজা দিতে। তারাপীঠ থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার দূরে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা জেলায় অবস্থিত মলুটী গ্রামের মৌলিক্ষা মায়ের মন্দির ও তৎসংলগ্ন মন্দির নগরী ও একটি দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র। তারাপীঠ থেকে সকালে টোটো কিংবা অটো করে ঘুরে আসতে পারেন আপনারাও। ৪০০–৫০০ টাকার মধ্যে গাড়ি রিজার্ভ করে চলে যেতে পারেন মলুটী। মন্দিরে ঢোকার আগে সকাল ১১টার মধ্যে ৭০ টাকার কুপন কাটলে দুপুর ১–৩০ মিঃ নাগাদ পেয়ে যাবেন মায়ের ভোগ।

মলুটীতে আশ্রিত রাজা রাজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা রাখড়চন্দ্র তাঁদের বসতি স্থাপনের জন্য কুলগুরু কাশীর সুমেরু মঠের দণ্ডী স্বামী সর্বানন্দ তীর্থ মহারাজকে (১৬৭৬) মলুটীতে আনলেন। গুরুদেবের স্থানটি পছন্দ হল, শুরু হল গভীর জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা, জঙ্গল পরিষ্কারকালে একদিন তাঁরা দেখতে পেলেন এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, ওই স্থানের ইঁটপাথর সরিয়ে ভিতর পরিষ্কার করতেই দেখা গেল মন্দিরের মধ্যস্থলে উঁচু বেদীর উপর

প্রস্তর নির্মিত এক অপূর্ব দেবীমস্তক। এই দেবী মস্তক ত্রিনয়নী, হাস্যময়ী, অপরূপা, মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত অতি প্রাচীন, এই দেবী মূর্তি সম্বন্ধে রাজপরিবারকে গুরুদেব শোনালেন মূর্তির প্রাচীন তত্ত্ব।

বীরভূমের পশ্চিম প্রান্ত সম্পূর্ণ অরণ্যময় ছিল, সেই সময় অঞ্চলটি বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রভাবাধীন ছিল। দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ যে স্থানে সাধারণ মানুষের যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল না। এই রকম স্থানে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ ছোট ছোট মন্দির নির্মাণ করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সাধন ভজন করতেন।

বিশ্ব সৃষ্টির মূলে বৌদ্ধরা পাঁচটি স্কন্দকে মেনে নিয়েছে এগুলি হচ্ছে– রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। পাঁচটি স্কন্ধের ধ্যানী বুদ্ধ আছেন এবং তাঁদের পাঁচজন বুদ্ধ শক্তি আছে। এঁরা পাঁচটি প্রতিনিধিত্ব করেন। বৌদ্ধ তন্ত্রে আদি বুদ্ধ বা বজ্রধর হতে উৎপন্ন পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের নাম বৈচরন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। বৌদ্ধ তন্ত্রর সূত্র থেকে গুরুদেব রাজপরিবারকে নির্দেশ দিলেন, এই মূর্তি যেহেতু পশ্চিমমুখি লালবর্ণা এবং মূর্তির পিছনে পদ্মের প্রতীক তাই এই দেবী প্রাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের দেবী পাণ্ডুরা। প্রাচীনত্ব বা মৌলিকত্ব থেকেই এই দেবীর নামকরণ করা হয় মৌলীক্ষা এই দেবী দুর্গা বা সিংহ বাহিনী রাজকূলদেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হন, পরবর্তীকালে, মৌলিক্ষ্যা নামের সহজ অর্থ প্রদান করা হয়, মৌলি শব্দের অর্থ 'মস্তক' এবং ঈক্ষা শব্দের অর্থ 'দর্শন করার ইচ্ছা' তাই মৌলীক্ষা। যেহেতু মায়ের শুধুমাত্র।

মুখোমণ্ডলী দর্শন করা হয়, সেহেতু মায়ের এইরূপ নামকরণ করা হয়। এই দেবীই রাজ পরিবারের আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা।

মলুটী রাজ বংশের অন্যতম সন্ন্যাসী রাজা রাখড়চন্দ্র প্রথম গুরুদেবের নির্দেশে মৌলীক্ষা মায়ের মন্দির নির্মাণ করেন। এরপর বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের নিয়ে আরো দুইটি শিব মন্দির মৌলীক্ষা মন্দিরের সামনে নির্মাণ করেন ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মলুটীর যে সমস্ত মন্দিরে সময়ের উল্লেখ আছে তা শকাব্দে, ১৬৪১ শকাব্দ থেকে মলুটীর যে সমস্ত মন্দিরে সময়ের উল্লেখ আছে তা শকাব্দে, ১৬৪১ শকাব্দ থেকে মলুটীর মন্দির নির্মাণ কার্য শুরু হয় অর্থাৎ ১৭১৯ খ্রীঃ)।

তৃতীয় পর্যায় : নতুন রাজধানী মলুটীতে বসতি স্থাপনের পর তাঁরা আর যৌথ পরিবারে থাকলেন না, চার ভাগে ভাগ হয়ে গেল। রাজার বাড়ি, মধ্যম বাড়ি, সিকির বাড়ি ও ছয়তরফ। রাজার বাড়ির রাজা রাজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রাখড়চন্দ্রের বংশধর, মধ্যম বাড়ির রাজা রাজচন্দ্রের বংশধরগণ, সিকির বাড়ির রাজা রামচন্দ্রের বংশধরগণ এবং ছয়তরফের রাজা মহাদেবচন্দ্রের বংশধরগণ। রাজা রাখড়চন্দ্রের মন্দির নির্মাণের উপর প্রত্যেক তরফেই এক প্রতিযোগিতার ভাব এসে যায় মন্দির তৈরিতে। অবশেষে চারতরফ মিলে ১০৮ শিবমন্দির নির্মাণ করেন। এছাড়া দুর্গা, কালী, নারায়ণ প্রত্যেক তরফেই নির্মাণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

কাশীর সুমেরু মঠের দণ্ডী স্বামীগণ শঙ্করাচার্যের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাঁরা শৈবমতকেই প্রাধান্য দিতেন। মন্দির–নগরী কাশীতে শিবমন্দিরের আধিক্য মলুটী গ্রামকেও প্রভাবিত করে। সে সময় মলুটী গ্রামকে 'গুপ্তকাশী মলুটী'ও বলা হয়।

মলুটীর রাজবংশ তথা মলুটী গ্রামকে আজও মহিমান্বিত করে রেখেছে, মলুটীতে মহাসাধক বামদেবের আগমন। পিতৃবিয়োগের পর বামাচরণ দারিদ্র্যতায় ভোগেন। নিরুপায় দেখে বামাচরণের এক আত্মীয় ফতেচাঁদ মুখোপাধ্যায় এর সাথে কাজের সন্ধানে নিজ গ্রাম আটলা থেকে মলুটীর জমিদারদের বাড়ি ছয়তরফে আসেন। ছয়তরফের নারায়ণ মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের সহযোগী রূপে কাজে নিযুক্ত হন। বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ বামদেবের এই কর্মভূমি সিদ্ধভূমিতে পরিণত হয়। একটি গ্রামে এত মন্দির, এত সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা, সকাল সন্ধ্যা কাঁসর ঘন্টা ধ্বনি, চারদিকের আধ্যাত্মিক পরিবেশ, এই পরিবেশেই বামাচরণের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার বীজ ছিল তা এই সুন্দর পরিবেশে অঙ্কুরোদ্গম হয়। কর্মস্থল অন্যমনস্ক মা মৌলীক্ষ্যা মায়ের টানে বিভোর হয়ে থাকা, এ সবই যেন নারায়ণ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কর্ম ফাঁকির বাতিক বলে মনে হয়েছিল। তাই নিত্য বাধ সাধত প্রধান পুরোহিতের সাথে। এইভাবে দুই বছর মলুটীর পরিবেশে কাটিয়ে, বামাচরণ একদিন মা মৌলীক্ষার কাছে বিদায় নিয়ে বললেন আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শেষ মা, এবার চললাম আমার ছোটো মা তারা মায়ের কাছে। সেই থেকে মৌলীক্ষা মাকে বড়ো মা, আর তারা মাকে ছোটো মা বলা হয়। বামদেব যখন মলুটীতে আসে তখন তাঁর বয়স ১৮–১৯ ছিল। সেই সময় সেরকম ভাবে কেউই বোঝেনি তার আধ্যাত্মিক চেতনা। হয়ত তারা মা–ই সতীপীঠ থেকে সিদ্ধ পীঠে আগে বামদেবকে পাঠিয়ে ছিলেন।

ছবি : অরুণ লোধ

মাঙ্গলিকী

সরস্বতী নাট্যশালার সরস্বতী নাট্যবন্দনা ২০২৩ অভিনীত নাটকগুলি

কৃষ্ণচন্দ্র দে

(সেই স্বপ্নপুর, সিস্টেম-২, ঝড়ের খেয়া, ঘুণপোকা, কণ্ঠরোধ, জিহাদ প্রসঙ্গে আলোচনা)

নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালা আয়োজিত নাট্যবন্দনা ২০২৩ শুভ সূচনা হল বিগত ১৪ জুলাই যোগেস মাইম একাডেমি মঞ্চে। ১৪ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই টানা ৩দিন চলবে এই সরস্বতী বন্দনা-২০২৩। উদ্বোধনপর্বে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অতিথিবৃন্দ যথা মহিষাদল শিল্পকৃতির নির্দেশক সুরজিৎ সিনহা, খিদিরপুর রং বেরং এর তন্ময় চন্দ এবং যাদবপুর নাট্য ঐক্যর নির্দেশক সুজন সাহা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হল উৎসবের সূচনা। প্রদীপ প্রজ্জলনে সহযোগিতা করলেন দলের সম্পাদক জয়িতা লাহা। তিনজন অতিথি বৃন্দ এক সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্জলন করলেন। শুরুতেই দলের কর্ণধার জয়েশ তার নাট্যশালার সৃষ্টির ক্ষুদ্র ইতিহাস সংক্ষিপ্তকারে বর্ণনা করলেন এবং দলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। অতিথিবৃন্দ সকলেই দর্শকদের নাটকের সঙ্গে থাকার জন্য বিশেষ আবেদন জানালেন। তারা সকলেই জয়েশের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এরপরেই শুরু হল প্রথম নাটক সেই স্বপনপুর, নাটক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনায় সুরজিৎ সিনহা। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের সম্পর্ক নিয়ে তৈরি সময়োপযোগী নাটক যেমন বাস্তব অবক্ষয়কে দর্শাচ্ছে তেমনি বিশেষ করে ছাত্রী সমাজের মধ্যে আনছে এক নিরাপত্তাহীনতা। এখন কে কার পক্ষ নেবে কে কার পাশে দাঁড়াবে সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। মূলত অধ্যাপক (সুরজিৎ সিনহা) এবং ছাত্রী কঙ্কিনী (ঐন্দ্রিলা ঘোষ) এই দুজনই কুশীলব। নাটকের প্রয়োজনে আরো দুটি চরিত্র এসেছে তারা অর্পিতা হাজরা এবং চাপরাশির ভূমিকায় চঞ্চল মাইতি। অভিনয় একটু মোটা দাগের উপস্থাপন। নাটকটি একটু এক ঘেয়েমি দোষে দুষ্ট। শ্যাডো দৃশ্যগুলো আরও দৃষ্টিনন্দন করা যায়। নির্দেশক সুরজিৎ এবং ঐন্দ্রিলা দুজনেই বেশ ভালো অভিনয় করলেন। তবে আঙ্গিকের একটু বদল করলে ভালো হয়। দ্বিতীয় নাটক খিদিরপুর রংবেরং এর নাটক সিস্টেম-২। নাট্যকার ও নির্দেশক তন্ময় চন্দ। দেশের সাতজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে অপহরণ ও হত্যার দায়ে অভিযুক্ত আবিদ হোসেনকে ইন্সপেক্টর সিন্ধে অত্যাচার করেও কোনো লাভ হয় না। কিন্তু ডিএসপি রাজীব ঠাকুরের কাছে যে জবানবন্দি সে দিল, তাতে সকলকেই হতবাক করে। অভিনয়ে আবিদ হোসেনের ভূমিকায় পার্থ মুখার্জী সকলকে টেক্কা দিয়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টরের চরিত্রে, দীপিকা দত্ত অভিনয়কে একেবারে নো অ্যাকটিং জোনে নিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ অভিনয় না করে অভিনয় করা। কাজটি দুরূহ সন্দেহ নেই। সর্বোপরি রাজিব ঠাকুর চরিত্রে তন্ময় চন্দের পেশাদারিত্বের চকম দেখলাম। অনবদ্য অভিনয়। আর যারা ছিলেন অমিত মুখার্জী, সৈকত চক্রবর্তী কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং নীলাদ্রি ঘোষ। শুধু একটাই কথা অভিনয়ে যদি একটু শিল্প সুষমা মণ্ডিত হত তাহলে আরো ভালো হত। তবে নাটকের ভবিষ্যত আছে। ১৫ জুলাই প্রথম নাটক 'ঝড়ের খেয়া' রচনা চন্দন সেন, নির্দেশনা কিরীটি কাঞ্জিলাল। স্পেনে স্বৈরাচারী শাসকের হাত থেকে মুক্তি আনতে ঝাপিয়ে পড়েছিল একদল মুক্তিকামী বিপ্লবী। প্রফেসর স্টোন, মার্ভেল, রোনাল্ড, পল ধরা পড়েছে। চলছে থার্ড ডিগ্রি কিন্তু বিপ্লবীরা চুপ। তার মধ্যে হঠাৎ রোনাল্ড স্বৈরাচারী ক্যাপ্টেন জুয়ানকে মৃত্যুর ফাঁদে ফেলে বিপ্লবীদের জয়কে ত্বরান্বিত করে দেয়। জুয়ান মারা যায়। রোনাল্ড নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে স্বৈরাচারের অবসান ঘটায়, তাইতো রোনাল্ড ঝড়ের খেয়া। তার উপর নির্ভর করে বিপ্লবীরা জয় ছিনিয়ে আনতে পারে। অভিনয়ে স্টোন চরিত্রে প্রবাল চক্রবর্তী, স্মিথ প্রণব ভট্টাচার্য, মার্ভেল- সুভাষ রায়চৌধুরী জুয়ান- মিন্টু দাস, স্টুয়ার্ট- প্রবীর সরকার, রোনাল্ড-স্বরূপ গুহরায়। রিচার্ড- কবি গুহ রায়, স্টিভেনসন -সুমন দাস, পল-অভিজিৎ পাল, এঞ্জেলা- সুস্মিতা রায়। টিম ওয়ার্ক খুব ভালো। দলগত সংহিতর নাটক। ওরা অনেকটাই সফল। দ্বিতীয় নাটক তিলজলা ঋতু প্রযোজিত 'ঘুণপোকা'। রচনা দেবব্রত দাশগুপ্ত নির্দেশনায় স্বপ্নদীপ সেনগুপ্ত। জনৈক গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যাপরাধী ক্ষমতাবান শ্বশুর স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান, থানার ওসি, ডাক্তার এবং বিচারক সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী। অপরাধীদের স্বীকারোক্তি, আইনের পরিভাষায় কনফেসন দেখে দর্শক সব কিছু জানতে পারল। গৃহবধূ সুষমা বেঁচে থাকার কাতর আবেদন ও ব্যর্থ হয়ে যায় সমাজের মাথায় থাকা ঘুণপোকাদের জন্য। এরাই সমাজের আসল ঘুণপোকা যারা সমাজটাকে তলে তলে ছিদ্র করে দিচ্ছে।

অভিনয়ে ছিলেন সুমিত চৌধুরী, শাহাজাদা পরওয়াজ, দেবাংশু ভট্টাচার্য, দেবযানী সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় পাল, প্রবীর কুমার সরকার, মিথুন দাস, প্রবাল চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীগণ। সময়োপযোগী এবং সুঅভিনিত উপস্থাপনা। ১৬ জুলাই প্রথম নাটক কণ্ঠরোধ। কাহিনী রমানাথ রায়, নাট্যকার ও নির্দেশনা সুদীপ্ত সরকার। প্রযোজনা সমকালীন সংস্কৃতি। জনৈক মন্ত্রী জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবার কারণে হঠাৎ তার কণ্ঠরোধ হয়ে যায়। তারপর নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করা হয়। যুধিষ্ঠির কণ্ঠ ফিরেয়ে দিলেও মন্ত্রীর শেষ রক্ষা হয়না। প্রহসনের মাধ্যমে সমাজে একটা বিশেষবার্তা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় নাটক জিহাদ, প্রযোজনা যাদবপুর ঐক্য। রচনা ও নির্দেশনা সুজন সাহা। মুসলমান যুবক ইরফান কোন সন্ত্রাসবাদী নয় সে আসলে ডাক্তার মানুষের জীবন বাঁচানোই তার জিহাদ। ইতু এবং এনআইএ উভয়ের ভুলে এক সৎ নাগরিকের জীবন হানি হল। সব মুসলমান সন্ত্রাসবাসী নয় এটাই বার্তা। ভালো উপস্থাপনা। অভিনয়ে ছিলেন পৌলমী দত্ত, রিমা মণ্ডল, সুজন সাহা, দীপক চক্রবর্তী, বিতান রায়, আরুষ দত্ত, মানসী মণ্ডল, সুকান্ত দাস, স্বর্ণাভ সাহা এবং জয়েশল ও সৌরজিৎ। নাটকটি বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে দেখানো উচিত। বিশেষত স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে। একটা সামাজিক আবেদন ও বার্তা সমাজকে বিদ্বেষ দূষণ থেকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সরস্বতী নাট্যশালার সরস্বতীবন্দনাও প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

চন্দননগরে নাট্যদল 'নাট্যগতি'র উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে ঠিক নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছনোর লক্ষ্য এবং প্রজ্ঞা নিয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চেচন্দননগর ২ নম্বর নিরঞ্জন নগর কলোনিতে প্রতিষ্ঠিত হল এই 'নাট্যগতি' নাট্যদলের। যদিও এই নাট্যদলটি ১৯৮৬ সালে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরিচালনার অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। তাই রঙিন মাছের গবেষক পতিত পাবন হালদার নিজের উদ্যোগে সোমবার সন্ধ্যায় নাট্য সংস্থাটিকে পুনরায় চালু করেন।

'লাল পাহাড়ির দেশে যা' গানের লেখক ও বর্ষীয়ান কবি অরুণ চক্রবর্তী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে নাট্যগতির উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি বলেন, এই বাংলা নাটকের জগৎ স্বনির্ভর হলেও নাট্যকারের অভাব রয়েই গেছে। নাট্যদল ও জেলার নাট্যদলগুলিকে উৎসাহিত করতে দর্শকদের আহ্বান করেন। সর্বোপরি পতিত পাবন হালদারের মুন্সিয়ানা ও ছন্দময় প্রয়াসকে তারিফ করেন। সে ঠিক সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে করেন। এদিন পল্লীবাসীরা একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যবিশেষজ্ঞ তুষার ভট্টাচার্য, অরুণ দে, গৌড় বৈরাগী, রতন চন্দ্র রায়, হিন্দি পত্রিকার সম্পাদক মুরলী চৌধুরী, কবিতা হালদার, স্বরূপ নন্দী, শ্রীরূপ শেঠ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন গৌর হালদার ও সংগঠনের সম্পাদক পতিত পাবন হালদার।

বঙ্গ যাহার আবেগ তাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে কোনও নতুন গল্প নয়, একেবারে বাস্তবের চিত্রকথা তুলে ধরলেন একদল বাংলাপ্রেমী মানুষ তাদের জন্মলগ্নে। বহু প্রত্যাশিত তাদের চাওয়া পাওয়ার এক আবেগের সংস্কৃতিকে একসূত্রে বেঁধে ফেলার এক অদম্য ইচ্ছাকে বাস্তবে প্রতিস্থাপন করার এক সন্ধ্যা যেখানে দু'দেশের মাঝে

কাঁটা তারের বেড়ার প্রসঙ্গ ঠাঁই পেল না, বরং উভয় দেশের বঙ্গভাষীদের গলায় ভেসে বেড়ালো নিজেদের বাংলা সংস্কৃতিকে সযত্নে লালনপালন করার ইচ্ছাটির কথা। মঞ্চে থাকা 'ভারত বাংলাদেশ যুব মৈত্রী পরিষদে'র প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রিজ থেকে সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভারতের পক্ষ থেকে সোমনাথ স্যানালসহ সুবীর দে, মৈত্রেয়ী স্যানাল, সুব্রতা দত্ত'রা সকলেই দুই বাংলার এক আন্তরিক ভাবনার উল্লেখ করেন। সব মিলিয়ে দু'দেশের এহেন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐক্যের এই যৌথ মঞ্চে দুই বাংলা যেন আরও নিকট ভাবনায় আশ্রয় নিতে শুরু করে শুভারম্ভের সঞ্চালক ভারতের জনপ্রিয় লেখক, সমাজকর্মী বরুণ মুখোপাধ্যায়ের কথায়।

আলিপুরে ছড়া লেখার কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশু সাহিত্যিক কবি সুনির্মল বসুর জন্মদিন উপলক্ষে 'ছড়া লেখার কর্মশালা' ২০ জুলাই থেকে শিশু কিশোর আকাদেমির উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় আলিপুরে শুরু হল। চলে ২২ জুলাই পর্যন্ত। প্রথমদিন কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন কবি পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়। এই কর্মশালায় জেলার ৮টি বিদ্যালয়ের মোট ৩৮ জন ১০-১৬ বছর বয়সি ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অন্যন্যা মজুমদার সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মহেশতলায় বনমহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দফতরের বন মহোৎসব ২০২৩ প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে উদ্যোগ নিল মহেশতলা ম্যারাথন, মহেশতলা সোনার কুঠি সংঘ এবং মহেশতলা স্পোর্টস ক্লাব। বন দফতর ২০০ গাছ প্রদান করছে। আরো গাছ সংগ্রহ করা হবে। মহেশতলা ম্যারাথনের সভাপতি সোমনাথ সিংহরায় এবং কনভেনর অনুপম নস্কর জানালেন আগামী ২৩ জুলাই রবিবার সকাল ৯ টায় এই কর্মসূচি আরম্ভ হবে। ডাকঘর থেকে মহেশতলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ হবে। পরিবেশকে সবুজ করে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

মহানায়ক স্মরণে আকাশবাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ জুলাই মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবস। ওই দিন বিকেল পাঁচটা ৩০ মিনিট থেকে ছটা পর্যন্ত আকাশবাণীর গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে সম্প্রচারিত হবে উত্তম স্মরণে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। রেকর্ডিং গত সোমবার হয়েছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী উত্তমকুমারকে নিয়ে আলোচনা করেছেন বাংলা ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। ব্যক্তিগতভাবে শঙ্কর ঘোষ উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয়ও করেছেন একাধিক ছবিতে।অনুষ্ঠানটির নাম বিদ্যার্থীদের জন্য। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল দুজন বিদ্যার্থী জয়ন্ত শীল ও কেশব চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের প্রযোজক সুনীল কুমার দাস। আযাজেক প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়।

যাদবপুরে যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার পক্ষ থেকে যুব উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠিত হলো যাদবপুরের এন কে পাল আদর্শ শিক্ষায়তনে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং স্কুলের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে আঁকা, বক্তৃতা, কবিতা, মোবাইল ফটোগ্রাফী এবং নাচের প্রতিযোগিতায়। এছাড়াও

আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন আধিকারিক অমিতাভ সেন, এনডিআরএফ এর ইন্সপেক্টর রমেশ যাদব, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনার্দন রায় এবং নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট ইউথ অফিসার প্রিয়াঙ্কা ঘোষ সহ বর্ষিয়ান চিত্র শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল। সকল অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন করে শুভ সূচনার পর স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। এনডিআরএফ হিন্দ সংঘ, হোপ ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থাগুলির স্টল ঘুরে দেখেন অতিথিরা। যুব সমাজকে কীভাবে তাদের ভবিষ্যৎ ভারতকে তুলে ধরবে তা জানাতেই এই যুব উৎসব। এই বিষয় নিয়েই সকল অতিথিরা আলোকপাত করেন এবং উদ্বুদ্ধ করেন যুবসমাজকে। স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু যুব সমাজের যে মূল আদর্শ তাও উঠে আসে বক্তব্যের মাধ্যমে। যুবরাই যে মনে সাহস নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে এগিয়ে যাবে, তাও মনে করিয়ে দেয় বক্তারা। শুধুমাত্র তথাকথিত পুথিগত বিদ্যায় যে যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তা নয় সামাজিক শিক্ষা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাও মূল লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে হবে তাদেরকে। যুব উৎসবের এবছরের ভাবনা ছিল পঞ্চপ্রাণ। যেখানে যুবাদের ইতিহাসের ভাবনা, সমাজের সচেতনতা, ভবিষ্যত ভারতের দৃষ্টিকোণ এবং স্বাধীনতার মূল ভাবনার ওপর আলোকপাত করা হয়। স্কুলের যুব এবং ছাত্ররা অনবদ্য গানের মাধ্যমে যুব উৎসবে এক অনবদ্য মাত্রা এনে দেয়। সবশেষে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শেষ হয় উৎসব।

জয়নগরে দুদিনের মৈ ছাড়া প্রতিযোগিতার শেষদিনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৈ ছাড়া প্রতিযোগিতার শেষ দিনে জয়নগরে উপস্থিত জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। হানারবাটি সোনালি সংঘ ও গ্রামবাসীদের উদ্যোগে জয়নগর বিধানসভার হানারবাটি বাগমারী মধ্য ইদগাহের মাঠে দুদিনের মৈ ছাড়া প্রতিযোগিতার মঙ্গলবার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জয়নগর ২ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ওয়াহিদ মোল্লা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সাহানুর সরদার, মোরসালিন মোল্লা সহ আরো অনেকে। হারিয়ে যেতে বসা এই খেলাকে দেখতে কয়েক হাজার মানুষ বৃষ্টি উপেক্ষা করে উপস্থিত ছিলো মঙ্গলবার

মাঠে।মূলত এক জোড়া গরুকে একসাথে যে ভাবে জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার মত সাজিয়ে এই দৌড়ে নামানো হয়।আশে পাশের এলাকা থেকে বহু গরুর মালিক এই মৈ ছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। আর হারিয়ে যেতে বসা এই খেলা দেখতে মানুষের ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মতন। এদিন মাঠে উপস্থিত থেকে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এই খেলার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বাংলা ভাষার কর্মশালা, বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা একাদেমির

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জেলার শ্যামপুর কাঁঠালদহ বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'বাংলা ভাষা প্রসার কর্মশালা।' অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে। এরপর জাতীয় সঙ্গীত ও ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মূলত নবীন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি আবেগ, ভালোবাসা এবং উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা একাদেমী আয়োজিত এই কর্মশালায় এই সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বাংলা বিষয়ে লিখিত প্রশ্নপত্র এবং মৌখিক কথোপকথনের বিনিময়ে তাদের মাতৃভাষা চর্চা সম্পর্কে ধারণা অবগত করা। এই বাঙালিয়ানা কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল। বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা একাদেমী, অবিভুক্ত বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকা ও মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকা এই কর্মশালার আয়োজক ছিল।

কর্মশালায় অতিথি ছিলেন প্রাক্তন এবং বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান মধু সেন ও শুভ্রা সামন্ত। এছাড়া ছিলেন কবি সাহিত্যিক অর্নব দত্ত, ও সহদেব দোলুই। মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরজিৎ কোলে, প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ প্রমানিক, বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্যকলা একাদেমির সভাপতি সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায়। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ ৭৪ জন ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি বিভাগের প্রথম তিন স্থানাধিকারীকে পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। আগামীদিনে এরকম জেলাভিত্তিক কর্মস নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

কুলিয়াপাড়া ফুটবলের আকাদেমির উৎসব

মলয় সুর : বলাগড় কুলিয়াপাড়া অলিম্পিক ফুটবল একাদেমির উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের। প্রথমদিন বিশ্ব যোগা দিবস উপলক্ষ্যে যোগ প্রদর্শন হয়। দ্বিতীয় দিন স্বেচ্ছায় রক্তদান, কৃতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়াদের সম্মানিত করা হয় এবং সম্মানীয় অতিথিবৃন্দদের সম্মান প্রদান করা হয়। ১৬ তম বর্ষের পদাপর্ণে এই অনুষ্ঠানের মূল কারিগর সম্পাদক তথা প্রশিক্ষক জনার্দ্দন দাস। তাঁর ছাত্র ছাত্রীরা যাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরাই জনার্দ্দনবাবুর একমাত্র ভরসা। বাকিটা তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বৃত্তির মাধ্যমে জোগাড় করেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় অনুষ্ঠানে। এদিন আয়োজিত রক্তদান

শিবিরে কালনা সাবডিভিশন হাসপাতালের ব্ল্যাড ব্যাঙ্ক রক্ত সংগ্রহ করতে আসে। পুরুষ ও মহিলা সহ ৯৩ জন রক্তদান করেন। মঞ্চে বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ভালো ফল করার জন্য ৫৭ জনকে সম্বর্ধিত করা হয়। এদিন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী স্কুল শিক্ষিকা রানু পাল তাঁর সুরেলাকণ্ঠে পরিবেশন করেন 'আমরা কেউ রক্ত দেব কেউ বা কবিতা লিখবো।' বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বরূপ মজুমদার। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক তপন ভট্টাচার্য, সাবমেজর নরেশ চন্দ্র দাস, সিরিয়াল অভিনেতা পার্থ চ্যাটার্জী, যোগা প্রশিক্ষক যুথিকা রায়, মাস্টারস অ্যাথলেটিক্স সন্ধ্যা পাকিড়া, থ্যালাসেমিয়া বিশেষজ্ঞ মধুসূদন দাস।

রূপকলা কেন্দ্র

ফিল্ম অ্যান্ড সোশাল কমিউনিকেশন ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ

ভর্তি

২০২৩-২৫ **শিক্ষাবর্ষের** জন্য নিম্নোক্ত চারটি, ২-বছরের পুরো সময়ের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে:-

(১) **ডিরেকশন**
(২) **মোশন পিকচার ফটোগ্রাফি**
(৩) **এডিটিং**
(৪) **সাউন্ড ডিজাইন**

ভর্তির আবেদনপত্র রূপকলা কেন্দ্রে (ব্লক -জি এম, সেক্টর-৫, স্বাস্থ্য ভবনের বিপরীতে, সল্টলেক্ কলকাতা - ৯১, দূরভাষ - ০৩৩-৪০০১২১১০ সোম - শুক্রবারের মধ্যে (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্ধারিত ছুটির দিন বাদে) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

অথবা

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (**http://kendroonline.com**) থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: **৩১ শে আগষ্ট, ২০২৩**

আঁতস কাঁচে

সিন্ধুর পতন

গত এক দশকে বিডব্লুএফ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে খারাপ জায়গায় পিভি সিন্ধু। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে একধাক্কায় ৫ ধাপ নেমে গিয়েছেন। বিডব্লুএফ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৭ নম্বরে নেমে গিয়েছেন পিভি সিন্ধু। এটাই সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর সবচেয়ে খারাপ র‍্যাঙ্কিং। এর আগে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২ নম্বরে ছিলেন পিভি সিন্ধু। চোটের জন্য ৫ মাস মাঠের বাইরে ছিলেন পিভি সিন্ধু। এরপর কোর্টে ফিরলেও, ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারছেন না এই তারকা।

সাত্ত্বিকের বিশ্বরেকর্ড

পুরুষদের ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে দ্রুততম স্ম্যাশের রেকর্ড গড়লেন সাত্ত্বিকসাইরাজ। তাঁর স্ম্যাশের গতি ছিল ঘণ্টায় ৫৬৫ কিলোমিটার। এক দশক আগে পুরুষদের ব্যাডমিন্টনে দ্রুততম শটের রেকর্ড গড়েছিলেন মালয়েশিয়ার ট্যান বুন হিয়ং। ২০১৩ সালের মে-তে তাঁর একটি স্ম্যাশের গতি ছিল ঘণ্টায় ৪৯৩ কিলোমিটার। তার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে স্ম্যাশ করেন সাত্ত্বিক।

প্রস্তুতি ভারতের

এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি হিসেবে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতীয় অ্যাথলিটদের কাছে বড় মঞ্চ ছিল। পারুল চৌধুরী, জ্যোতি ইয়াররাজিরা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা তৈরি। এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৬টি সোনা, ১২টি রুপো ও ৯টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ২৭টি পদক নিয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করল ভারত। ১৬টি সোনা, ১১টি রুপো ও ১০টি ব্রোঞ্জ নিয়ে শীর্ষে জাপান। মহিলাদের ৩০০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন পারুল চৌধুরী। পুরুষদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন অজয় কুমার সরোজ। পুরুষদের শট পাটে সোনা জিতেছেন তাজিন্দরপাল সিং তুর। মিক্সড ৪x৪০০ মিটার রিলে দলও সোনা জিতেছে।

মীরাবাইয়ের আবেদন

গোষ্ঠী সংঘর্ষে বিগত কয়েক মাস ধরেই উত্তপ্ত মণিপুর। অশান্তির জেরে প্রাণ হারাচ্ছেন একাধিক মানুষ। একইসঙ্গে বাড়ছে ঘরছাড়াদের সংখ্যা। মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কিত সেই রাজ্যের ক্রীড়াবিদরাও। অলিম্পিকে পদকজয়ী মীরাবাই চানু একটি ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে

ঈশান কি বাগানে

দীর্ঘ আট বছর ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার পর সম্পর্ক ছিন্ন করছেন ঈশান পোড়েল। এই বছর তিনি মোহনবাগানে যোগ দেবেন। বাংলার এই তারকা পেসার মোহনবাগান ক্রিকেট দলের যোগ দেওয়ার ফলে তাদের শক্তি যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। কাজী জুনেইদ সইফি, শাকির গান্ধী, সুদীপ ঘরমি, অঙ্কুর পাল, সচিন যাদবরা মোহনবাগানে যোগ দিতে পারেন। অন্যদিকে, অভিষেক দাস, শুভ্রজি দাস, মিথিলেশ দাস, অয়ন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, বিনীত ময়রা, বলকেশ যাদব, অমিত কুইলারা ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিতে পারেন।

স্বপ্নের ফেরা স্বপ্নার

একেবারে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। তাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে আয়োজিত এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় থেকে এক ধাপ দূরে শেষ করলেন বাংলা তারকা অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন। চোটে জেরবার হওয়ার কারণে বহুদিন ট্র্যাকের বাইরে ছিলেন। ফের প্রত্যাবর্তনেই রুপো জয়। মহিলাদের হেপ্টাথলনে সোনা জয়ী তারকার চেয়ে ২৫৮ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে রুপো জিতলেন উত্তরবঙ্গের কন্যা (৫৮৪০ পয়েন্ট)।

কলকাতা লিগে জয়ের সরণীতে তিন প্রধানই

সুমনা মণ্ডল

জমে উঠল কলকাতা লিগ। কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে যুব দল নিয়ে খেলছে মোহনবাগান- ইস্টবেঙ্গল। খেলছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিংও। জয়ের ছন্দে তিনপ্রধানই। এবারের কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে ডালহৌসির বিরুদ্ধে প্রথমবার নিজেদের মাঠে খেলতে নেমেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এই ম্যাচ ঘিরে সবুজ-মেরুন জনতার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল প্রবল। বৃষ্টির মধ্যেই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে গ্যালারিতে যান মোহনবাগান সমর্থকরা। মোহনবাগান সভাপতি স্বপন সাধন বসুও হুইল চেয়ারে বসে খেলা দেখতে যান। তাঁদের নিরাশ করেননি সুমিত রাঠি, এঙ্গসন সিংরা। ঘরের মাঠে ডালহৌসি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৫-২ উড়িয়ে দিল মোহনবাগান। হ্যাটট্রিক করেন সুহেল আহমেদ ভাট। জোড়া গোল করেন ফারদিন আলি মোল্লা। ডালহৌসির হয়ে ব্যবধান কমান শিবা হরি ও আভাস কুণ্ডু। ৫০ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন কাশ্মীরের ছেলে সুহেল। ইন্ডিয়ান অ্যারোজ থেকে মোহনবাগানে আসা সুহেল অসাধারণ পারফরমেন্স দেখাচ্ছেন।

এবারের কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচে পাঠচক্রকে ৩-১ উড়িয়ে দেয় মোহনবাগান। সেই ম্যাচে গোল করেন সুমিত, এঙ্গসন ও টাইসন সিং। অন্যদিকে, কলকাতা লিগে জোড়া জয় পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। নিজেদের মাঠে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ১-০ গোলে হারায় সাদা কালো ব্রিগেড। ম্যাচের একমাত্র গোল ডেভিড লালানসাঙ্গার। দুই ম্যাচে চার গোল হল মণিপুরের ফুটবলারের। প্রথম ম্যাচে কলকাতা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে করলেন জয়সূচক গোল। আইজল থেকে মহমেডানে এসে ফুল ফোটাচ্ছেন ডেভিড। জোড়া জয়ে কলকাতা লিগের হ্যাটট্রিকের দৌড়ে প্রবলভাবে থাকল সাদা কালো ব্রিগেড। ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে সাত গোল দিয়েছিল মহমেডান। এদিকে, জয় বাকি ছিল ইস্টবেঙ্গলের। অবশেষে পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে কলকাতা লিগে জয়ের খাতা খুলল লাল হলুদ শিবিরও। প্রথম ম্যাচ ড্র করার পর, নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশকে ৪-২ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। গোল করেন বুনন্দ সিং (আত্মঘাতী), সার্থক গোলুই, দীপ সাহা এবং অভিষেক কুনজাম। রেনবো ম্যাচে আটকে গেলেও বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়েন লাল হলুদ ফুটবলাররা। তবে এই ম্যাচে ২ গোল হজম করায়, ডিফেন্স লাইন নিয়ে চিন্তা রয়েই গেল বিনো জর্জের।

লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী স্টিমাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সত্যিই ছন্দে রয়েছে ভারতীয় ফুটবল। দেশের মাটিতে পরপর দুই টুর্নামেন্টে জয়ী সুনীলরা। প্রথমে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ এরপর সাফ চ্যাম্পিয়ন। পরের মাসের ৩১ আগস্ট থেকে থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমস। স্বাভাবিকভাবেই সেদিকেই চোখ ছিল ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ ইগর স্টিমাচের।

কিন্তু বাধ সেধেছে অন্য জায়গায়। এশিয়ার ক্রমতালিকায় প্রথম ৮-এ থাকা দলই অংশ নিতে পারবে। অথচ এশিয়ার ফুটবল টিমগুলির মধ্যে ১৮ নম্বর আছে ভারতীয় ফুটবল টিম। ফুটবলের নিয়মানুযায়ী এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই ভারতের। তাই ফুটবল দলকে খরচ করে এশিয়ান গেমসে চিনে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু হাল ছাড়তে নারাজ স্টিমাচ। ভারতকে সুযোগ দেওয়ার বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন কোচ স্টিমাচ। তিনি সাহায্য চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের কাছেই। পরের বছর ভারত এশিয়ান কাপ খেলবে। তার আগে এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করতে পারলে বড় পরীক্ষাই দেওয়া হত সুনীলদের। সেই কারণেই ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ লিখেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের কাছে আমার অনুরোধ, আমাদের ফুটবল দলকে এশিয়ান গেমসে খেলার অনুমতি দেওয়ার জন্য। আমরা আমাদের দেশ এবং তেরঙ্গার জন্য লড়াই করব।' তিনি লিখেছেন, এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলকে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কেউ আপনাদের জানিয়েছে কিনা, তা আমার জানা নেই। ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ আয়োজক দেশে ছিল ভারত, যার ফলে তরুণ ফুটবলার তুলে আনার জন্য ব্যয় করা হয়েছিল অনেক। ভারতের ফুটবল দল যে বিশ্বকাপ খেলবে সেই স্বপ্ন আপনারাও দেখেন। আপনারা সবসময় ফুটবলারদের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নকে সমর্থন জানিয়েছেন। আমার বিশ্বাস যে আপনারা এভাবেই আমাদের সমর্থন করে যাবেন। গত ৪ বছরে ভারতীয় দল কঠোর পরিশ্রম করেছে। বেশ কিছু ভাল ফলও পেয়েছে। তারা প্রমাণ করেছে যে সমর্থন থাকলে দল দুর্দান্ত পারফর্ম করতে পারে।' তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আরও লেখেন, সম্প্রতি ফ্রান্সে আপনার ফুটবল ও এমবাপের বিষয় বক্তৃতা দেশের সকল নাগরিকদের মন ছুঁয়ে গেছে। আমি আপনাদের জানাতে চাই, ২০১৭ সালের সেই অনূর্ধ্ব ১৭ দল অনূর্ধ্ব ২৩ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে দারুণ ফুটবল খেলে। কিন্তু এই প্রতিভাবান দল এশিয়ান গেমসে খেলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারতীয় ফুটবল কোচ হিসেবে আমার মনে হয়, এই বিষয়টা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা ভারতীয় দলকে এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের জন্য যাতে সাহায্য করতে পারেন।'

ক্যারিবিয়ান দেশে অশ্বিনের ঘূর্ণিতে একাধিক রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঘূর্ণি। তাতেই যেন মাথা ঘুরল ক্যারিবিয়ানদের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৯ উইকেট নিয়ে ২০১১ সালে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। অশ্বিন মানেই যেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংয়ের আতঙ্ক। ১২ বছর পরও তা অব্যাহত। সবমিলিয়ে একডজন উইকেট অশ্বিনের ঝুলিতে। তাতে তিনদিনেই ভারত হারিয়ে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ডমিনিকা টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সহজেই ইনিংস ও ১৪১ রানে হারিয়ে টেস্ট সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল ভারতীয় দল। প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া অশ্বিন দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ৭ উইকেট। ম্যাচে তার প্রাপ্তি ১৩১ রানে ১২ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১২ টেস্টেই সব মিলিয়ে ৭২ উইকেট হয়ে গেল তার। অবাক করা বিষয়, সেই ১৯৩০ সাল থেকে টেস্ট ক্রিকেট হয়ে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজে। এই প্রথম সেখানে এক টেস্টে ১২ উইকেট নিতে পারলেন কোনো স্পিনার। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭১ রানের বিনিময়ে ৭ উইকেট নেন তিনি, দেশের বাইরে যা তার কেরিয়ার সেরা। এই নিয়ে ইনিংসে ৫ উইকেট পেলেন তিনি ৩৪ বার। আর একবার পেলেই স্পর্শ করবেন ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৫ বার ৫ উইকেট নেওয়া অনিল কুম্বলেকে। আরেকটি কীর্তিতে অবশ্য কুম্বলেকে ছুঁয়েই ফেলেছেন তিনি। ম্যাচে ১০ উইকেট ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৮ বার নেওয়ার রেকর্ড কুম্বলের। এখন এই কিংবদন্তি স্পিনারের পাশে আছেন অশ্বিনও। ৪২১ রানে ভারত তাদের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩০ রান তুলতেই শেষ হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস। প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করেছিল ১৫০ রান। তাতে ভারত ইনিংস ব্যবধানে জয় তুলে নেয়। বল হাতে অশ্বিন জ্বলে উঠলেও, ব্যাট হাতে আসল কাজটা সারেন যশস্বী জয়সওয়াল। অভিষেক টেস্টেই ১৭১ রানের অনবদ্য এক ইনিংস উপহার দিয়েছেন। তিনিই ম্যাচের সেরা। জয়সওয়াল বাদেও সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা (১০৩ রান)। এছাড়া ব্যাট হাতে ৭৬ রান করেছেন বিরাট কোহলি। রান পাননি অজিঙ্কা রাহানে। সব মিলিয়ে ভারত তাদের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৪২১ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাট করতে পাঠায়। দ্বিতীয়বার ব্যাটে নেমে প্রথম ইনিংসের রানও স্কোরবোর্ডে তুলতে পারেনি। ১৩০ রান তুলতেই সব উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট নেওয়া রবীন্দ্র জাদেজা দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছেন ২ উইকেট। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুটি চক্রেই ফাইনাল খেলা ভারত নতুন চক্র শুরু করল একই ধারাবাহিকতায়।

বিশ্বকাপে রেফারিংয়ের হাতছানি বাংলার প্রাঞ্জলের সামনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ফুটবলের জন্য সুখবর। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ পরিচালনা করতে পারেন বাংলার রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়। এশিয়ার সেরা তিন রেফারিদের মধ্যে নির্বাচিত হলেন প্রাঞ্জল। শুধু তাই নয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পেতে পারেন এই বঙ্গসন্তান। আগামী মাসে সৌদি আরবে ভার লাইসেন্স পেতে কঠিন পরীক্ষাতেও বসার কথা রয়েছে প্রাঞ্জলের। সেখানে পাশ করে গেলে ২০২৬ বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করতে পারবেন

বাংলার রেফারি। কয়েকদিন আগেই অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপে রেফারিং করিয়েছেন প্রাঞ্জল। প্রাঞ্জল জানান, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেফারিদের প্যানেলেও থাকতে পারে আমার নাম। যেহেতু এশিয়ার সেরা তিনে রয়েছি, তাই ভার লাইসেন্স না পেলেও আমি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে থাকতে পারব। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই এই সুযোগ মেলে।' জানা যাচ্ছে, ৩০৮ ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা দিতে হবে প্রাঞ্জলকে। তবে আপাতত কলকাতা লিগে ম্যাচ খেলাচ্ছেন তিনি। এশিয়ার সেরা রেফারি বলেছেন, কলকাতা লিগে ম্যাচ খেলানো অনেক কঠিন, কারণ বেশিরভাগ ফুটবলারই মাঠের নিয়ম সেরকম জানেন না। বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফুটবলাররা অনেক বেশি সচেতন।'

ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেবামারটিয়াল আর্টসের উদ্যোগে রবিবার ভদ্রেশ্বর তেলিনী পাড়ায় মুন্সি প্রেমচাঁদ ভবনে আন্ত:জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। মোট ১৮ টি গ্রুপের ২০০জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক ছেলে ও মেয়েরা ১৫ থেকে ৬৫ কেজি ওজন অনুপাতে গ্রুপে বিভক্ত ছিল। ক্যারাটে প্রশিক্ষক সূর্যনারায়ণ শেঠ বলেন, 'আত্মরক্ষার জন্য মেয়েরা বেশিগুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সবার শিখে রাখা দরকার জীবনে বেঁচে থাকার এই কৌশল। এছাড়া শরীর চর্চার ক্ষেত্রে ক্যারাটের অনেক ভূমিকা আছে। উল্লেখ্য, এই ক্যারাটে

প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে খুদে ৪ বছরের প্রতিযোগিতা মেয়ে সৃষ্টি শেঠ। অন্যদিকে, ছেলেদের অয়ূশ অধিকারীও ৪ বছরের। এইরকম প্রতিযোগিতা প্রথমবার অনুষ্ঠিত হল ভদ্রেশ্বরে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে ট্রফি, জার্সি ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

এশিয়ান গেমসে দলে সুযোগ রিঙ্কুর, যাচ্ছে মহিলা দলও

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়ান গেমসে পুরুষ ও মহিলাদের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য পুরুষদের দ্বিতীয় সারির দল পাঠানো হচ্ছে। তবে মহিলাদের সেরা দলই খেলতে যাচ্ছে। এবারের এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যে সময় চলবে, তারই মধ্যে শুরু হয়ে যাবে ওডিআই বিশ্বকাপ। ফলে বিসিসিআই আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ক্রিকেটারদের এশিয়ান গেমসের দলে রাখা যাবে না। সেই অনুযায়ী এশিয়ান গেমসে পুরুষদের দল গড়া হয়েছে। তবে মহিলাদের দলে সেরা ক্রিকেটারদেরই রাখা হয়েছে। চিনের হাংঝুতে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর অবধি চলবে এশিয়ান গেমস। ভারতীয় দলে অবশেষে ডাক পেলেন আর এক তরুণ তুর্কি রিঙ্কু সিং। উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে জীতেশ শর্মাকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে শতরান করা যশস্বী জয়সওয়াল দলে সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া তিলক বর্মা, রবি বিষ্ণোই, অর্শদীপ সিংরা দলে আছেন। এশিয়ান গেমসের সময় হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানাদের অন্য কোনও সিরিজ নেই। ফলে তাঁরা এশিয়ান গেমস থেকে দেশকে পদক এনে দেওয়ার জন্য ঝাঁপাবেন। ২০১০ ও ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট দল পাঠায়নি ভারত। এবার দল পাঠানো হচ্ছে। সেই কারণে পদকের আশায় দেশ।

ভারতীয় পুরুষ দল: ঋতুরাজ গায়কোয়া। (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, রাহুল ত্রিপাঠী, তিলক বর্মা, রিঙ্কু সিং, জীতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), ওয়াশিংটন সুন্দর, শাহবাজ আহমেদ, রবি বিষ্ণোই, আবেশ খান, অর্শদীপ সিং, মুকেশ কুমার, শিভম মাভি, শিবম দুবে, প্রভসিমরন সিং (উইকেটরক্ষক)। স্ট্যান্ডবাই: যশ ঠাকুর, সাই কিশোর, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, দীপক হুডা, সাই সুদর্শন।

ভারতীয় মহিলা দল: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, আমানজ্যোত কৌর, দেবিকা বৈদ্য, অঞ্জলি সর্বানী, তিতাস সাধু, রাজেশ্বরী গায়কোয়া, মিন্নু মানি, কণিকা আহুজা, উমা ছেত্রী, অনুষা বারেড্ডি।

খুদে আকাশ টানা চার হ্যাটট্রিক ম্যাচের নায়ক

সুব্রত মণ্ডল : আকাশ বড় হয়ে সুনীল হতে চায়। খুব গরিব পরিবারের ছেলে আকাশ পরামানিক। বাবা দুধ কুমার পরামানিক রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন। বাড়ি সোনারপুর আরা পাঁচ অঞ্চলে। কলকাতা মাঠে বাঙালি স্ট্রাইকারের আকাল। এ মরশুমে অবশ্য ঘরোয়া লিগে বিদেশি থাকছে না বলে ভারতীয় স্ট্রাকাররাই খেলার সুযোগ পাবেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কতটা নিজেদের মেলে ধরতে পারবেন তারা, তা সময় বলবে। তবে নার্সারি লিগে টানা চার ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে ইতিমধ্যে নজর কেড়েছে সোনারপুর ওয়াই এম এস-এর বছর এগারোর খুদে বাঙালি স্ট্রাইকার আকাশ পরামানিক। আকাশ চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়া। নার্সারি লীগের দক্ষিণ ডিভিশনের গ্রুপ বি অন্য দলের কাছে এখন ত্রাসের কারণ। লীগে আকাশ ওয়াই এম এস-এর হয়ে প্রথম তিন ম্যাচে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার বিরুদ্ধে তিন গোল, খিদিরপুর বয়েজের বিরুদ্ধে চার গোল ও সার্দান সমিতির বিরুদ্ধে তিন গোল করেছে। রবিবার চতুর্থ ম্যাচে সোনারপুর স্পোটিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সে ফের হ্যাটট্রিক করায় হৈচৈ শুরু হয়েছে ময়দানে। গ্রুপে ম্যাচে ১৩ গোল করেছে আকাশ। আর তার ক্লাব গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে ১২ পয়েন্ট নিয়ে। আকাশ সুনীল ছেত্রীর ভক্ত। ভবিষ্যতে খেলতে চায় মোহনবাগানে। তবে এই ফুটবলার হওয়ার পথে রয়েছে প্রবল আর্থিক সমস্যা। ছেলে যখন লীগের প্রতি ম্যাচে ফুল ফোটাচ্ছে, আকাশের বাবা তখন রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে ব্যস্ত। মাঠে না এলেও বাড়ি ফিরে ছেলের মুখ থেকে শোনেন হ্যাটট্রিক এর গল্প। আর আকাশের মা বাড়ি বাড়ি শাড়ি বিক্রি করেন। এমন পরিস্থিতিতেই বেড়ে উঠছে আকাশ। তার খেলা দেখে ওয়াই এম এস -এর টিডি প্রতাপ ঘোষ পর্যন্ত বলেছেন, ছেলেটা কোন ভালো আকাদেমিতে সুযোগ পেলে ভালো ফুটবলার হবেই। আর যাকে নিয়ে এত কথা সেই আকাশ বলছে তার ভালো লাগে সুনীল ছেত্রীর খেলা। বড় হয়ে সুনীল ছেত্রীর মত খেলতে চাই। আর সেই সঙ্গে মোহনবাগানের জার্সি পরতে চাই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার হয়ে ছয়টা গোল রয়েছে আকাশে। সবুজ মেরুন জার্সি গায়ে মাঠ কাঁপানো স্বপ্ন দেখছে এই খুদে বাঙালি স্ট্রাইকার আকাশ।

মেমারিতে শুরু হল পূর্ব বর্ধমান জেলা ১ম ডিভিশন ফুটবল লিগ

দেবাশিস রায় : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কার্যত ইতিহাস সৃষ্টি করে ১৬ জুলাই রবিবার থেকে শুরু হল পূর্ব বর্ধমান জেলা ১ম ডিভিশন ফুটবল লিগ-২০২৩।

বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং মেমারি পুরসভা আয়োজিত এই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল লিগের খেলায় এবার অংশগ্রহণ করছে মোট ৮টি টিম। সেগুলি হল তরুণ স্পোর্টিং ক্লাব, জয়যাত্রী সংঘ, রসুলপুর, বর্ধমান কালীতলা অ্যাথলেটিক ক্লাব, জাতীয় সংঘ, চৌরঙ্গী ক্লাব, সেন্টার অব ইয়ং সোসাইটি, বি ওয়াই এম এ ও রতন স্মৃতি সংঘ।মেমারি স্টেডিয়ামে আয়োজিত উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় তরুণ স্পোর্টিং ক্লাব এবং জয়যাত্রী সংঘ। বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (ফুটবল)-এর সেক্রেটারি বিবেকানন্দ সেন বলেন, এই খেলা এই প্রথমবার জেলা সদর শহরের বাইরে আয়োজন করা হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় তরুণ স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে জয়লাভ করে। দেড় মাসাধিক ব্যাপী আয়োজিত ফুটবল লিগের প্রতিটি খেলা ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেমারি স্টেডিয়ামে প্রত্যহ বিকেল আড়াইটায় অনুষ্ঠিত হবে। এই জাঁকজমকপূর্ণ ফুটবল লিগের বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১৫ জুলাই একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মেমারি শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মেমারি পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন

বিষয়ী ক্রীড়ামোদী সকলকে খেলার দিনগুলিতে উপস্থিত থেকে স্টেডিয়াম ভরিয়ে তোলার জন্য আবেদন জানান। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের মহারাজরা তাঁদের সাম্রাজ্যে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পাশাপাশি এলাকার খেলাধুলার উন্নতিতেও অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন।বিশেষ করে ফুটবল খেলার প্রতি তাঁদের সবিশেষ নজর ছিল।সেই রাজ আমলে তাঁদের হাত ধরে একসময় বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছিল।বর্তমানে শতাধিক বর্ষ প্রাচীন এই সংস্থাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার ঐতিহ্যবাহী তথা গর্বের ক্রীড়া সংগঠন।

বর্ধমান শহরের বাসিন্দা তথা প্রাক্তন ফুটবলার আমিনুর রহমান বলেন, বর্ধমানের মহারাজের আমলে প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের বয়স বর্তমানে ১২৩ বছর। এতদিন ধরে তাদের পরিচালনায় যে ফুটবল লিগের খেলা অনুষ্ঠিত হত তা সবই জেলা সদর শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।এবারই প্রথম সদর শহরের বাইরে মেমারি শহরের বুকে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ খেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এটা খুবই ভালো উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। আমাদের অত্যন্ত গর্বের এই ক্রীড়া সংগঠনটি আগামিতেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এধরনের লিগের আযোজন করতে পারবে বলে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। এদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলার ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল লিগ খেলা নিজেদের প্রিয় শহরে আয়োজিত হওয়ায় মেমারির ক্রীড়ামোদী মানুষজন কার্যত আবেগে উচ্ছ্বাসে ভাসতে শুরু করেছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com